রাজনৈতিক প্রস্তাব

২১তম কংগ্রেসে গৃহীত

বিশাখাপত্তনম, এপ্রিল ১৪-১৯, ২০১৫

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)

প্রকাশ : মে ২০১৫

প্রকাশক :
চণ্ডী চক্রবর্তী
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০১৬

মুদ্রক
সুকান্ত মুখোপাধ্যায়
গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০১৬

দাম : পাঁচ টাকা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
একুশতম কংগ্রেস
রাজনৈতিক প্রস্তাব
বিশাখাপত্তনম, ১৫-১৯শে এপ্রিল, ২০১৫ থেকে গৃহীত

১.১ গত পার্টি কংগ্রেসের পরে দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির গুরুতর পরিবর্তন হয়েছে। বি জে পি সরকারের ক্ষমতায় আরোহনের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় রাজনীতির দক্ষিণপন্থার দিকে সরে যাওয়ার প্রক্রিয়া সংহত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে নয়া-উদারবাদী আক্রমণের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদের মিল ঘটিয়েছে এই প্রক্রিয়া। যার ফলাফল স্পষ্ট হয়েছে বৃহৎ ব্যবসার পক্ষে নির্লজ্জ অবস্থানের মধ্য দিয়ে। এই প্রক্রিয়ায় সামাজিক বৈষম্য আরো গভীর হবে এবং শোষণ প্রক্রিয়া তীব্রতর করবে। হিন্দুত্ববাদী শক্তির আক্রমণাত্মক ভূমিকা যুক্ত হওয়ায় শ্রমজীবী জনতার অনুকূলে শ্রেণীশক্তির ভারসাম্য পরিবর্তনে আমাদের লক্ষ্য গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নের জন্য প্রথমে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ। জাতীয় পরিস্থিতিতে এই ঘটনাসমূহের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

১.২ ২০তম কংগ্রেসের পরের সময়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যগুলি হলো:

ক। ২০০৮ সালের বিশ্ব আর্থিক সঙ্কট অতিক্রমের অনিশ্চিত এবং অতি মৃদু প্রক্রিয়া।

খ। বিশ্বজুড়ে আধিপত্যকারী ভূমিকা বজায় রাখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সামরিক হস্তক্ষেপ চালিয়ে যাচ্ছে এবং বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রভাব অব্যাহত রাখতে আর্থিক এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণকেব্যবহার করছে; মজুত মুদ্রা হিসেবে ডলার, এবং প্রধান প্রধান প্রযুক্তিগত সম্পদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণও কাজে লাগানো হচ্ছে।

গ। পশ্চিম এশিয়ায় ইরাক, লিবিয়া এবং সিরিয়ায়, এবং আফগানিস্তানে মার্কিনীদের নেতৃত্বে হস্তক্ষেপের ধ্বংসাত্মক ফল হিসেবে ব্যাপক হারে হত্যাকাণ্ড চলছে এবং ঐস্লামিক উগ্রপন্থী শক্তির উত্থান ঘটেছে।

ঘ। রাশিয়ার সঙ্গে ফের নতুন পর্বে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো শক্তির পূবমুখী এবং নির্দিষ্ট করে ইউক্রেনের দিকে সম্প্রসারণকে কেন্দ্র করে।

ঙ। এশিয়ায় মার্কিন নজরদারি বাড়ছে। স্ট্র্যাটেজিক ও সামরিক কৌশল নেওয়া হচ্ছে

চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং শক্তি মোকাবিলার জন্য।

চ। রাশিয়া এবং চীনের মধ্যে স্ট্র্যাটেজিক সম্পর্কের উন্নতি; ব্রিকস দেশগুলিও পারস্পরিক সম্পর্ক শক্তিশালী করছে; দক্ষিণ এবং লাতিন আমেরিকায় আঞ্চলিক সহযোগিতা; এগুলির ফলে বহুকেন্দ্রীকতার প্রবণতা শক্তিশালী হচ্ছে।

ছ। ইউরোপে ব্যয়সঙ্কোচন নীতির বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিবাদ এবং জনপ্রিয় আন্দোলনগড়ে ওঠা। তার সঙ্গে নয়া বাম এবং জনপ্রিয় শক্তি ও আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ।

জ। ভেনেজুয়েলার মতো বামপন্থীদের নেতৃত্বাধীন সরকারগুলি সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট ক্রমবর্ধমান বিরোধিতার মুখে লড়াই জারি রেখেছে। বলিভিয়া, উরুগুয়ে, ইকুয়েদরের মতো দেশে বিকল্প পথের পক্ষে সমর্থন বজায় রেখেছে এই সরকারগুলি।

বিশ্ব অর্থনীতি

১.৩ বিদ্যমান অর্থনৈতিক সঙ্কট কোনো বিচ্ছিন্ন প্রবণতা নয়। এই সঙ্কট ব্যবস্থাজনিত যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৌলিক নিয়মের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। ২০০৭-০৮ সালে ফুটে বেরনো আর্থিক সঙ্কটের কারণ বেপরোয়া ঋণ এবং ফাটকাবাজি। যার ফলে সাব-প্রাইম সঙ্কটের হাত ধরে কর্পোরেটের আর্থিক সমস্যা তৈরি হয়। তার পরই ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির দায়মোচনে ব্যাপক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় রাষ্ট্র। তার ফলে, কর্পোরেটের ঋণ রূপান্তরিত হয় জনগণের ঋণে। এই প্রক্রিয়া থেকে নতুন সঙ্কটের সৃষ্টি। নিস্তার পাওয়ার জন্য সঙ্কটের প্রতিটি পর্বে শাসক শ্রেণীগুলি শ্রমজীবী মানুষের উপর শোষণ তীব্রতর করেছে। তাঁদের জীবন-জীবিকা ও সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দ ছাঁটাই করা হয়েছে।

১.৪ ব্যয়সঙ্কোচের নামে বিভিন্ন সরকারের তরফে ব্যাপক বরাদ্দ ছাঁটাইয়ের মধ্য দিয়ে সঙ্কটের বর্তমান পর্বটি শুরু হয়েছে। লড়াইয়ের মাধ্যমে অর্জিত মানুষের অধিকারের উপর নির্লজ্জ আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে এই পর্বে। অর্থনৈতিক অধিকারের উপর আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জনতার সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের উপর আক্রমণ। এই প্রক্রিয়াটিতে ভবিষ্যতের সঙ্কটের বীজ বোনা হচ্ছে। কারণ, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় তীব্রতর হবে সঙ্কট।

১.৫ এই পরিস্থিতিতে, তথাকথিত অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন, যদি আদৌ তা হয়ে থাকেও, সীমাবদ্ধ রয়েছে কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি ভৌগলিক অঞ্চলে (মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে)। এমনকি এই অঞ্চলগুলিতেও এই প্রক্রিয়া অতি দুর্বল, যা মোট জাতীয় উৎপাদনে বৃদ্ধির হারের থেকেও ধরা পড়ছে কর্মসংস্থানের প্রবণতায়। অন্যদিকে, ইউরোপ এখনো মন্দা পরিস্থিতিতেই আটকে রয়েছে এবং জাপানে দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির খতিয়ান আরো খারাপ হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, তথাকথিত 'উত্থানশীল বাজারগুলি' বিশেষত চীন এবং ভারত, যারা অন্য প্রান্তে মন্দা পুষিয়ে দেওয়ার মতো বৃদ্ধি করবে বলে মনে করা হয়েছিল, এখন তাদের বৃদ্ধির হারও হ্রাস পাচ্ছে।

১.৬ ২০০৯ সালের পর থেকে বিশ্বের শিল্প উৎপাদনে বৃদ্ধির গড় হার মন্দা পূর্ববর্তী

বছরগুলির গড় হারের ৪০শতাংশে পৌঁছাতে পেরেছে। এই হার দীর্ঘমেয়াদী গড়েরও ৬০শতাংশ।বিশ্ব পুঁজিবাদের উৎপাদনশীল ক্ষেত্রগুলিতে বৃদ্ধি খুবই দুর্বল। ২০১৪সালে ইউ এন সি টি এ ডি রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১২ এবং ২০১৩সালে বিশ্ব অর্থনীতির বৃদ্ধির হার মাত্র ২.৩শতাংশ করে থেকেছে। ২০১৪সালেও এই হারে বিশেষ উন্নতির আশা করা হচ্ছে না। কেবল চীন ২০১৪ সালে ৭শতাংশ হারে বৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

১.৭ মন্দা অতিক্রমে দুর্বলতা গভীর হয়েছে আরো কয়েকটি কারণে যেগুলি এখন কার্যকর হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'কোয়ান্টিটেটিভ ইজিং' (যার ফলে ডলারে ঋণ নেওয়া সুবিধাজনক হয়)-র মাত্রা কমানো হয়েছে। তার ফলে 'উত্থানশীল' অর্থনীতিগুলিতে বৈদেশিক ঘাটতি বৃদ্ধি পাবে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামে চড়া অবনমনের জন্য একাধিক বিষয়ের যোগাযোগ দায়ী। অর্থনৈতিক মন্দার জন্য চাহিদা হ্রাস, শেল গ্যাস-র তেল উত্তোলনের ফলেমার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দাম রাখার জন্য তেল উৎপাদন কমাতে সৌদি আরবের অনিচ্ছা। তেলের দামে হ্রাস রাশিয়া, ইরান এবং ভেনেজুয়েলাকে ইতোমধ্যেই বিপদে ফেলেছে। তেলের দামে হ্রাস বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা অতিক্রমের প্রক্রিয়াকে অনিশ্চিত করেছে। ইউক্রেন থেকে পশ্চিম এশিয়া জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়তে থাকায় ২০১৫সালে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বৃদ্ধির সম্ভাবনা আরো ক্ষীণ করেছে। যদিও অঞ্চলভেদে সম্ভাবনার ভিন্নতা রয়েছে।

১.৮ নয়া উদারবাদের পর্বে পুঁজিবাদ জঘন্যতম অসাম্য তৈরি করেছে। বিশ্ব সম্পদ বিষয়ে অক্সফ্যাম-র রিপোর্ট জানাচ্ছে, বিশ্বের প্রায় অর্ধেক সম্পদ উপরতলার মাত্র এক শতাংশের হাতে রয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী এক শতাংশের হাতে রয়েছে ১১০ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। জনসংখ্যার নিচের দিকে থাকা অর্ধেক অংশের মোট সম্পদের তুলনায় তা ৬৫গুণ। অর্গানাইজেশন অব ইকনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ও ই সি ডি)-র রিপোর্ট অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে ধনী দশ শতাংশের আয় দরিদ্রতম ১০শতাংশের ১৬গুণ। ও ই সি ডি-রবেশিরভাগ দেশে ধনী এবং দরিদ্রের বৈষম্য গত তিরিশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয়েছে।

১.৯ সঙ্কট এবং মন্দা কাটাতে শাসক শ্রেণী শ্রমজীবী মানুষের শোষণ তীব্র করার পাশাপাশি সরকারী বরাদ্দ ছাঁটাই করছে। শ্রমিক শোষণে তীব্রতা স্পষ্ট করছে এই তথ্য, ১৯৯৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত বিশ্ব প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির হার শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার হারের চেয়ে কম থেকেছে। তা-ও,বিশ্বে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির হারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে চীনের। চীনকে বাদ দিলে, ২০১২তে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির হার মাত্র ১.৩শতাংশ এবং ২০১৩তে ১শতাংশ মাত্র। (সূত্র: বিশ্ব মজুরি রিপোর্ট, ২০১৪-১৫, আই এল ও)

১.১০ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলিতে বেকারির হার ৮.৪শতাংশে পৌঁছেছে। এই তথ্য জানাচ্ছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'ওয়ার্ল্ড ইকনমিক স্টাডিজ অ্যান্ড প্রসপেক্টস', ২০১৪। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলিতে বেকারির হার ১১শতাংশ। যদিও এই সরকারী তথ্যে সমস্যার গভীরতা কম করে দেখানো রয়েছে। বিশ্ব শ্রম সংগঠন(আই এল ও)-র হিসেব অনুযায়ী, যুব অংশের বেকারির হার মোট হারের দ্বিগুণ। ২০তম কংগ্রেস পরবর্তী তিন বছরে গোটা

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বেকারির হার চড়া থেকেছে, বেকার থাকার পর্ব প্রলম্বিত হয়েছে এবং শ্রমের বিনিময়ে আয় কমেছে।

আধিপত্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা

১.১১ অর্থনৈতিক শক্তির দীর্ঘমেয়াদী হ্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষত ২০০৮ থেকে শুরু আর্থিক সঙ্কটের পর্বে, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের পাণ্ডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন সমস্যা এবং কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। ইরাক থেকে শুরু করে পশ্চিম এশিয়া নিজেদের দখলে রেখে স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হস্তক্ষেপের স্ট্র্যাটেজিক কৌশল ব্যর্থ হয়েছে। মার্কিন-ন্যাটো পূর্বমুখী আগ্রাসনের বিরুদ্ধেরাশিয়া কড়া অবস্থান বজায় রেখেছে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি এবং বৃহৎ শক্তি হিসেবে চীনের উত্থান এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেমার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যকে শঙ্কাগ্রস্ত করছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মতো বহুরাষ্ট্রীয় সংগঠনে নিজেদের শর্ত চাপিয়ে দেওয়াও সহজ হচ্ছে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে।

১.১২ পশ্চিম এশিয়ায় লাগাতার সামরিক জারি রেখে আধিপত্য বজায় রাখতে চাইছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এশিয়ায় স্ট্র্যাটেজিক অক্ষ স্থাপন এবং ইউক্রেনের মতো সোভিয়েত ইউনিয়নের সাবেক অংশগুলির উপর পশ্চিমী প্রভাব সম্প্রসারিত করতে রাশিয়ার সঙ্গে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তারা চাইছে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দখলদারির ভূমিকা কায়েম রাখতে। চীনের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং অন্য দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি ঠেকাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তি করেছে যা বিশ্ব অর্থনীতির দুই-তৃতীয়াংশকে প্রভাবিত করতে পারে- একটি এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এবং অপরটি ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে।

১.১৩ গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা মার্কিন-ন্যাটো জোটের সামরিক হস্তক্ষেপের ধ্বংসাত্মক প্রভাব এই পর্বেই লক্ষ্য করা গিয়েছে আফগানিস্তান, লিবিয়া ও সিরিয়ায়। খানিকটা স্বৈরাচারী হলেও ইরাক ও লিবিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের সরকার জোর করে উচ্ছেদের ফলে জাতীয় সার্বভৌমত্ব হারিয়েছে, ব্যাপক হারে হিংসা এবং ঐস্লামিক উগ্রপন্থীদের উত্থান হয়েছে। সিরিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার জোটের হস্তক্ষেপে গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ডেকে এনেছে এবং বিরোধীদের মধ্যে ঐস্লামিক উগ্রপন্থী শক্তিগুলির প্রাধান্য তৈরি হয়েছে। ইরাকে মার্কিন দখলদারির কারণেই আই এস আই এস-র মতো শক্তির উত্থান হয়েছে, লিবিয়ায় গদ্দাফির বিরুদ্ধে ঐস্লামিক উগ্র বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়েছে, এবং সিরিয়ায় এমন শক্তিকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে (মার্কিন সহযোগী সৌদি আরব, তুরস্ক এবং কাতারও এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত থেকেছে)। মার্কিন নীতির দ্বিচারিতা স্পষ্ট হয়েছে ইরাক ও সিরিয়ায় আই এস আই এস-র বিভিন্ন ঘাঁটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোমা ফেলার ঘটনায়, এদিকে আরব দুনিয়ায় মার্কিন সহযোগীরা ঐস্লামিক শক্তিকেই সাহায্য করছে সিরিয়ায়। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতি ওবামা পরমানু প্রশ্নে ইরানের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে চুক্তিতে উপনীত হয়ে সংঘাত হ্রাসের চেষ্টা করছেন।

১.১৪ তিউনিশিয়া ও মিশরে গণ অভ্যুত্থানের ঢেউ চাপা দেওয়া এবং তার অভিমুখ বদলানোর চেষ্টাও চালানো হয়েছে মার্কিন হস্তক্ষেপের মাধ্যমে। লিবিয়া ও সিরিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সৌদি আরব ও কাতারের মতো সহযোগীদের কার্যকলাপে মৌলবাদী শক্তিগুলির মাথাচাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইয়েমেনে অভ্যন্তরীণ সংঘাতে সৌদি আরবের সামরিক হস্তক্ষেপে মার্কিন সমর্থন আরো একটি উদাহরণ। যে মিশরে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে মুবারক জমানার পতন হয়েছিল, সেখানেই মুসলিম ব্রাদারহুড সরকার সরে যাওয়ার পর সামরিক কর্তৃত্ববাদী শাসন কায়েম হয়েছে।

১.১৫ রাষ্ট্রপতি ওবামা যদিও ঘোষণা করেছিলেন যে ২০১৪-র শেষে মার্কিন বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে, পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক অবস্থান বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আফগানিস্তানের নতুন সরকারের সঙ্গে সমঝোতা করা হয়েছে যাতে মার্কিন-ন্যাটো বাহিনীর ১৩,০০০সেনা মোতায়েন থাকে।

১.১৬ ইজরায়েলকে পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দক্ষিণপন্থী ইজরায়েল সরকার আরব দেশগুলির অস্থিরতাকে ব্যবহার করে গাজায় পরপর দুই দফায় নিষ্ঠুর আগ্রাসন চালিয়ে শিশু ও নারী সহ কয়েকশো মানুষকে হত্যা করেছে। ব্যাপক মাত্রায় জনসাধারণের সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে বসতি বাড়ানো হচ্ছে। একটি ইহুদি রাষ্ট্র ঘোষণার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

১.১৭ অন্য দেশ, সরকার, সংগঠন এবং ব্যক্তি মানুষের উপর চরবৃত্তি চালাতে বিশ্বজুড়ে নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যার মাধ্যমে ইন্টারনেট এবং টেলিযোগাযোগে নজরদারি এবং আড়ি পাতা হচ্ছে। জাতীয় সুরক্ষা এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অছিলায়ব্রিটেনের সহযোগিতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্লজ্জভাবে এই কাজ চালাচ্ছে।এই নজরদারি রাষ্ট্রগুলির জাতীয় সার্বভৌমত্বের কাছে বিপদ এবং তা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করছে।

ইউক্রেন

১.১৮ন্যাটোর পূর্ব অভিমুখী সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে আক্রমণের লক্ষ্য করা হচ্ছে ইউক্রেনকে। ইউক্রেনকে পশ্চিমী প্রভাবের বৃত্তে আনতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নির্বাচিত সরকারকে গদিচ্যুত করার আন্দোলনে মদত দিয়েছে। তারা নয়া নাজি সশস্ত্র বাহিনীকে গোপন সমর্থন জুগিয়েছে। তার ফলে পূর্ব ইউক্রেনের রুশ ভাষাভাষি এলাকাগুলিতে বিদ্রোহ হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন রাশিয়ার বিভিন্ন সংস্থা, ব্যবসা এবং রাজনীতিবিদদের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে। প্রত্যুত্তরে রাশিয়া ইউরোপ এবং ইউরপিয়ান ইউনিয়ন থেকে খাদ্য আমদানি বন্ধ করেছে। দনেৎস্ক এবং লুগানস্কে সরকার বদলের পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে সংঘর্ষবিরতি সমঝোতা হয়েছে। যদিও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো রাশিয়ার সঙ্গে দ্বন্দ্ব তীব্র করার পথে এগোচ্ছে। ইউক্রেন পরিস্থিতি ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ পুঁজিবাদী শক্তিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত করছে। একদিকে রয়েছে মার্কিন-ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন জোট অন্যদিকে রাশিয়া।

এশিয়ার অক্ষ

১.১৯ এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামরিক কৌশল পরিবর্তন করে সক্রিয়তা কেন্দ্রীভূত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওবামা প্রশাসন। এশিয়ায় অক্ষ স্থাপন করা হচ্ছে ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক গভীর করা এবং প্রশান্ত মহাসাগরে নৌবাহিনীর বেশিরভাগ শক্তি মোতায়েনের মাধ্যমে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিসন্ধি হলো, ভারতের সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক শক্তিশালী করা এবং চীনের প্রতিপক্ষ হিসেবে জাপানের পুনঃসামরিকীকরণ করা।

বাণিজ্য সমঝোতা

১.২০ বহুপাক্ষিক সমঝোতার বদলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমানে দ্বিপাক্ষিক এবং আঞ্চলিক সমঝোতার উপর ভরসা করছে। যার দু'টি উদ্দেশ্য হলো, আধিপত্য বজায় রাখা এবং চীনের মোকাবিলা।

১.২১ এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় সঙ্গীদের নিয়ে বৃহত্তম মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল তৈরি এবং অর্থনৈতিক সংযুক্তি গভীরতর করতে ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ (টি পি পি) করার উদ্যোগ নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পাশাপাশি, এই বোঝাপড়া থেকে চীনকে বাদ দিয়ে তাদের মোকাবিলা করার চেষ্টা হচ্ছে। এই সমঝোতায় শুল্ক বিলোপের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে যার ফলে ওষুধের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে, মেধাজাত সম্পদ অধিকার পরিবর্তন করা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

১.২২ একইসঙ্গে, ট্রান্স অ্যাটলান্টিক ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট পার্টনারশিপ-র জন্য আলোচনা চালাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করছে এই সমঝোতা টি পি পি-র অনুসারী হিসেবে প্রয়োজন। আলোচনা পর্ব চূড়ান্ত হলে ইউ-ইউ এস সমঝোতা সর্বকালের বৃহত্তম সমঝোতার জন্ম দেবে। এই সমঝোতা কর্পোরেট শক্তিকে বাড়িয়ে তুলবে এবং যে কোনো সরকারের পক্ষে তার নিজের বাজার নিয়ন্ত্রণের সুযোগ কঠিন করে তুলবে।

জাপান

১.২৩ সংবিধানের ব্যাখ্যা বদলে শিনজো আবে সরকার সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা বাড়ানোর জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। মার্কিন সহযোগিতায় জাপান প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি বৃদ্ধি এবং অস্ত্র উৎপাদন বাড়াচ্ছে। পূর্ব চীন সাগরে কয়েকটি দ্বীপকে কেন্দ্র করে চীনের বিরোধিতায় আক্রমণাত্মক অবস্থান নিচ্ছে জাপান। আবে সংসদের নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে চাইবে যার লক্ষ্য মার্কিন-জাপান-অস্ট্রেলিয়া-ভারত চতুর্মুখী সমঝোতা গড়া।

১.২৪ এর পাশাপাশি, দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে স্ট্র্যাটেজিক সম্পর্ক শক্তিশালী করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যৌথ সামরিক মহড়া চলছে। ফলে, কোরিয়া উপদ্বীপে অস্থিরতা বাড়ছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় রাষ্ট্রপতি পদ রক্ষণশীল দলের হাতে যাওয়ায় উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে বিরোধ প্রশমন এবং সমঝোতা প্রক্রিয়া বিপরীত অভিমুখে চলেছে।

বহুমেরুকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি

১.২৫ 'ব্রিকস' গোষ্ঠীভুক্ত ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় নিজেদের মধ্যে সমন্বয় দৃঢ় করার পক্ষে আরো কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ব্রাজিলে 'ব্রিকস'-র ৬ষ্ঠ শীর্ষ বৈঠকে 'নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক' এবং জরুরী সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা (কনটিনজেন্ট রিজার্ভ অ্যারাঞ্জমেন্ট) গড়া হয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের অনুসারী হয়ে না পড়লে এই ব্যাঙ্কের ইতিবাচক সম্ভাবনা রয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, সিরিয়া এবং ইরানের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানে অসম্মতি জানিয়েছে এবং সামরিক হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছে 'ব্রিকস'। বেশিরভাগ দেশে সরকারগুলির প্রকৃতির বিচারে এই গোষ্ঠীর সীমাবদ্ধতা আছে। তা সত্ত্বেও মঞ্চ হিসেবে 'ব্রিকস'-র সংহতকরণ বহুমেরুকরণের ক্রমবর্ধমান প্রবণতার প্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য।

১.২৬ সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন, কমিউনিটি অব লাতিন আমেরিকান অ্যান্ড ক্যারিবিয়ান স্টেটস (সেলাক), বলিভেরিয়ান অ্যালায়েন্স ফর দ্য পিপলস অব আওয়ার আমেরিকা (এ এল বি এ) এবং ইউনিয়ন অব সাউথ আমেরিকান নেশনস (ইউ এন এ এস ইউ আর) র মতো বিদ্যমান আঞ্চলিক মঞ্চগুলি তাদের সহযোগিতার ক্ষেত্র আরো বাড়িয়েছে। 'ব্রিকস'-র সঙ্গে অন্য বহুপাক্ষিক মঞ্চ তৈরি হয়েছে, যেমন, চীনের উদ্যোগে এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক, ভারত সহ ৪৬টি দেশ যার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এই সব আঞ্চলিক মঞ্চ এবং প্রতিষ্ঠান বহুমেরুকরণের প্রবণতাকে শক্তিশালী করছে।

ব্যয়সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে জনপ্রিয় আন্দোলন

১.২৭ বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বহু সংগ্রাম এবং প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট'-র পর ব্যয়সঙ্কোচের বিরুদ্ধে বহু দেশে বিক্ষোভ জারি রয়েছে। গ্রিসে শ্রমিক শ্রেণীর সক্রিয় ব্যাপক ভূমিকা সংগঠিত হয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশ পি এ এম ই-র নেতৃত্বে। ব্যয়সঙ্কোচন এবং এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দায়মোচন প্যাকেজের প্রতিবাদে নতুন বামপন্থী মঞ্চ সাইরিজা আত্মপ্রকাশ করেছে। ২০১৫-র জানুয়ারিতে সংসদ নির্বাচনে এই মঞ্চ ৩৬শতাংশ ভোট পেয়ে ৩০০টির মধ্যে ১৪৯আসনে জয়ী হয়েছে। এটি একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা। স্পেনে বিক্ষুব্ধদের আন্দোলন 'ইনডিগন্যাডোস' ধারাবাহিকভাবে চলছে এবং রাজনৈতিক শক্তি পোডেমস গড়ে উঠেছে যা মূল স্রোতের রাজনৈতিক দলগুলিকে পরীক্ষার সামনে দাঁড় করাচ্ছে। পর্তুগালেও শ্রমিক শ্রেণীর বড় ধরনের সক্রিয়তা এবং বিক্ষোভ আন্দোলন লক্ষ্য করা গিয়েছে। একইভাবে, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, আইসল্যান্ড এবং বেলজিয়ামে ব্যাপক মাত্রায় শ্রমিক শ্রেণীর বিক্ষোভ কর্মসূচী সংগঠিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির জনবিরোধী আক্রমণের প্রতিবাদে। শ্রমিকরা জঙ্গী ধর্মঘটে শামিল এমন আরেকটি উদাহরণ হলো

দক্ষিণ আফ্রিকা, বিশেষত প্ল্যাটিনাম ও অন্য খনি শ্রমিকদের ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফার্গুসনে বর্ণবিদ্বেষী পুলিস এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে লক্ষ্য করে গুলি চালায়, তার পরেও একাধিক শহরে একই ঘটনা ঘটেছে। এর বিরুদ্ধে আমেরিকায় ব্যাপক প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছে।

১.২৮ ব্যয়সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ বেড়েছে এবং তার প্রতিফলন পড়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নির্বাচনে, যেখানে জাতীয় সরকারগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। একই সময়ে দক্ষিণপন্থী দলগুলি এই সময়ে সক্রিয় থেকে পরিস্থিতির ফায়দা তুলেছে বিদেশীদের সম্বন্ধে জাতিবিদ্বেষ তৈরি করে, অভিবাসী-বিরোধী মঞ্চ গড়ে এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চটকদারি ভাষণ দিয়ে। গ্রিস, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স এবং ব্রিটেনে এই ধরনের শক্তিগুলি বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.২৯ প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনগুলির উত্থান

বিশ্বজুড়ে আক্রমণাত্মক প্রকৃতির মৌলবাদ, বিদেশীদের সম্পর্কে জাতিবিদ্বেষ ছড়ানো, সংকীর্ণমনা স্ব-জাত্যাভিমান বেড়েছে। এই পর্বে পশ্চিম এশিয়ায় আই এস আই এস, নাইজেরিয়ায় বোকো হারাম, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, সোমালিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় ঐস্লামিক মৌলবাদ, শ্রীলঙ্কা এবং বার্মায় বৌদ্ধ উগ্র জাত্যাভিমানী শক্তি এবং ইউরোপে নিও-নাৎসি দলগুলির উত্থান হয়েছে। তার জন্য দায়ী সাম্রাজ্যবাদী দখলদারি এবং সমাজতান্ত্রিক অভিমুখের থেকে পিছিয়ে যাওয়ার পর তৈরি হওয়া বিশ্বময় স্বীকৃত প্রগতিশীল মূল্যবোধের ক্ষয়- এই দু'টি কারণই।

জলবায়ু পরিবর্তন

১.৩০ লিমায় পরিবেশ শীর্ষ বৈঠকে দুর্বল ফলাফলের পর, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে উন্নত বিশ্বের দেশগুলি সুচারু কৌশলে করিয়েছে, প্যারিসে ২০১৫-র ডিসেম্বরে নতুন শীর্ষ বৈঠকের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে কিয়োটো প্রোটোকল পরিবর্তন করে নতুন বিশ্ব সমঝোতা তৈরির চেষ্টা চলছে।এখন এটা পরিষ্কার যে, জলবায়ুজাত (Atmospheric) সাধারণ সম্পদ হস্তগত করার ব্যবস্থা পাকা করতে চায় উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি। যার ফলে বিকাশমান দেশগুলির হাতে দেশের জনগণের জীবনের মান উন্নত করা এবং বৃদ্ধির সামান্য সুযোগ অবশিষ্ট থাকবে। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির সমতা নীতির রূঢ় প্রত্যাখ্যান করতে 'সাধারণ কিন্তু পৃথক দায়িত্ব' উল্লেখযোগ্যভাবে খর্ব করা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারসাজিতে স্বেচ্ছা ঘোষণা নির্ভর নির্গমণ নিয়ন্ত্রণ কাঠামো সম্ভবত ডিসেম্বরের প্যারিস শীর্ষ বৈঠকে ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হবে। ২০২০সালের পর থেকে এই বোঝাপড়া কার্যকর করার চেষ্টা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য পুঁজিবাদী দেশগুলির স্বেচ্ছা ঘোষণার বর্তমান স্তরেই গ্রহের তাপমাত্রা ৩-৪ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করবে। অথচ, বিশ্ব উষ্ণায়ন বোঝাপড়ার স্বীকৃত লক্ষ্য উত্তাপ বৃদ্ধি ২ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে সীমাবদ্ধ রাখা। এর ফলে ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির মুখে পড়বে বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলি এবং বিশ্বের সর্বত্র গরিব মানুষ।

লাতিন আমেরিকা: এগিয়েছে বামপন্থীরা

১.৩১ প্রেসিডেন্ট উগো সাভেজের প্রয়াণ সত্ত্বেও ভেনেজুয়েলা এবং লাতিন আমেরিকার বামপন্থী সরকারগুলি নয়া উদারবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত অভিমুখের বিকল্প পথে এগনোর লড়াই চালাচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে কঠিন সঙ্কটের মুখে পড়েছে ভেনেজুয়েলা, একইসঙ্গে মার্কিন মদতপুষ্ট তীব্র দক্ষিণপন্থী বিরোধিতার মুখে তাদের পড়তে হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তা সত্ত্বেও, ভরতুকিপ্রাপ্ত খাদ্য ভাণ্ডার, নিখরচায় চালু রান্নাঘর, বসতিভিত্তিক নিখরচায় চালু স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অবৈতনিক শিক্ষার প্রসারমান সুযোগ এবং বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের মতো মৌলিক পরিষেবার নীতি নিয়ে এগোচ্ছে।

১.৩২ বলিভিয়ায় তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রের জাতীয়করণের ফলে সরকারের আয় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এই হার ৮২শতাংশ। টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ সরকারী ক্ষেত্র হিসেবে অধিগৃহীত হয়েছে। লাতিন আমেরিকায় দারিদ্র্য কমানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে উঁচু হার অর্জন করেছে বলিভিয়া। ২০১২সালের তুলনায় দারিদ্র্য হ্রাসের হার ৩২.২শতাংশ। ইকুয়েদরে শিক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দ, মোট জাতীয় উৎপাদনের ২.৬শতাংশ থেকে দ্বিগুণ বেড়ে ৫.২শতাংশ হয়েছে। গত পাঁচ বছরে প্রকৃত মজুরি ৪০শতাংশ বেড়েছে। বামপন্থী সরকারগুলি পুনর্নির্বাচিত হয়েছে ইকুয়েদর, উরুগুয়ে এবং নিকারাগুয়ায়। দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ ব্রাজিলে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলির জোটবদ্ধ বিরোধিতাকে পরাজিত করে ফের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন দিলমা রুসেফ।

১.৩৪ লাতিন আমেরিকায় বামপন্থীদের কম-বেশি অগ্রগতি বহাল রয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি একযোগে এই মত পোষণ করে যে কিউবাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা যাবে না যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অগ্রাহ্য করতে পারেনি। কিউবা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ঘোষণাকে এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি

১.৩৫ গত পার্টি কংগ্রেসের সময়েই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠেছিল চীন, তারা এই উত্থান বজায় রাখতে পেরেছে। ২০১২ থেকে মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় স্থায়ী উন্নয়ন এবং গুণগত মানের উন্নয়নে জোর দিয়েছে চীন। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পুনর্নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৪সালে চীনের ৭.৪শতাংশ হারে বৃদ্ধি তাৎপর্যপূর্ণ। গত তিন বছর ধরে রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে ভিয়েতনাম। দারিদ্র্য দূরীকরণে সাফল্য উল্লেখযোগ্য। জাতীয় দারিদ্র্যের হার ২০০5সালে ছিল ২২শতাংশ যা ২০১৩তে ৭.৮শতাংশে নেমে এসেছে; যদিও অসমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গণতান্ত্রিক কোরিয়া নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়েও যুঝে চলেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের প্ররোচনামূলক কারসাজিও সাফল্যের সঙ্গে রুখে দিয়েছে। ২০১১থেকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সময়োপযোগী করার পাশাপাশি সংস্কার প্রক্রিয়া কার্যকর করছে কিউবা। তাঁদের পাঁচ নাগরিককে মুক্ত করিয়ে আনা

এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বড় জয় অর্জন করেছে কিউবা। গত পাঁচ দশক ধরে কিউবাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার নীতির ব্যর্থতা প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন রাষ্ট্রপতি ওবামা, যদিও কিউবার বিরুদ্ধে অবরোধ এখনও প্রত্যাহৃত হয়নি।

দক্ষিণ এশিয়া

দক্ষিণ এশিয়ায় উল্লেখযোগ্য হারে জীবনযাপনের হার নেমে যাচ্ছে শ্রমজীবী জনতার কারণ বিভিন্ন দেশের সরকারই নয়া-উদারবাদী নীতি আঁকড়ে চলছে। ২০১২-তে সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে পাকিস্তানে নওয়াজ শরিফ সরকার গঠিত হয়। এই পর্বে মৌলবাদী এবং উগ্রপন্থী শক্তিগুলি লাগাতার বিপদ হাজির করছে; পেশোয়ারে স্কুল ছাত্রদের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড এই বিপদের প্রমাণ দিচ্ছে। নেপালে ২০১৩-তে দ্বিতীয় গণ পরিষদ গঠনের পরও নতুন সংবিধান রচনার প্রয়াস বাস্তবায়িত হয়নি। ২০১৫-র জানুয়ারিতে এই কাজের পূর্বনির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়েছে। বাংলাদেশে জামাত-ই-ইসলামী এবং মৌলবাদী শক্তিগুলি হিংসাত্মক বিক্ষোভের পথে চলছে যুদ্ধ অপরাধী ট্রাইব্যুনাল তাদের কয়েকজন শীর্ষনেতাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর। প্রগতিশীল এবং গণতান্ত্রিক বিভিন্ন শক্তি দক্ষিণপন্থী বিপদের মোকাবিলায় রাস্তায় নেমেছে যা দেখা গিয়েছে শাহবাগ আন্দোলনে। শ্রীলঙ্কায় ২০১৫-র জানুয়ারিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে হারের পর রাজাপক্ষের শাসনের অবসান হয়েছে। বিরোধী জোটেরপ্রার্থী মৈত্রাপালে সিরিসেনা জয়ী হয়েছেন রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রিক শাসনতন্ত্র শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। নতুন সরকার আসীন হওয়ায় তামিল সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের আশা সৃষ্টি হয়েছে। গৃহযুদ্ধের পর থেকে গত ছয় বছর ধরে অনিশ্চিত হয়ে রয়েছে এই বিষয়টি।

১.৩৭ অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং বাণিজ্যের সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছে ‘সার্ক’; তার কারণ ভারত-পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব। ২০১৪-র নভেম্বরে কাঠমাণ্ডুতে ‘সার্ক’ শীর্ষ বৈঠকে তা দৃশ্যমান হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে সংহতি

১.৩৮ দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বৃদ্ধি এবং স্ট্র্যাটেজিক সম্পর্কের কৌশলের তীব্র বিরোধিতা করবে সি পি আই (এম)। দক্ষিণ এশিয়ায় বামপন্থী, প্রগতিশীল এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে সহযোগিতা ও সম্পর্ক দৃঢ়করবে পার্টি।

১.৩৯ স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং ইজরায়েলের দখলদারির বিরুদ্ধে সেদেশের জনগণেরসংগ্রামে পূর্ণ সমর্থন জানাবে পার্টি। ইজরায়েলের সঙ্গে ভারত সরকারের সুরক্ষা এবং সামরিক বোঝাপড়ার বিরোধিতা করছে পার্টি।

১.৪০ সমাজতান্ত্রিক চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, গণতান্ত্রিক কোরিয়া এবং লাওসের প্রতি সংহতি জানাচ্ছে পার্টি। মার্কিন নেতৃত্বাধীন অবরোধের বিরুদ্ধে কিউবার সরকার এবং জনগণের সংগ্রামে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে পার্টি।

১.৪১ লাতিন আমেরিকা এবং বিশেষত ভেনেজুয়েলা, যেখানে বিপ্লবী শক্তিগুলি সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট দক্ষিণপন্থী বিরোধীদের মোকাবিলায় রত বাম এবং বিপ্লবী আন্দোলনগুলির সঙ্গে সংহতি স্থাপনের জন্য সক্রিয় ভূমিকা নেবে পার্টি।

১.৪২ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের চাপানো নয়া-উদারবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বহু ধরনের সংগ্রাম এবং পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ুর ক্ষেত্রে ন্যায়ের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলির মেলবন্ধন ঘটাতে হবে যাতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা যায়।

জাতীয় পরিস্থিতি

২.১ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটি বড় পরিবর্তন নিয়ে এসেছে ২০১৪ সালের মে মাসের লোকসভা নির্বাচন। এই প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টি লোকসভায় নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেয়েছে মাত্র ৩১শতাংশ ভোট পেয়ে। এর ফলে নয়া উদারনীতির আগ্রাসন এবং আর এস এস –এর নেতৃত্বে হিন্দুত্ববাদী শক্তির সাম্প্রদায়িক লক্ষ্যসাধনে পূর্ণ অপচেষ্টা দক্ষিণপন্থী আক্রমণের দ্বার খুলে দিয়েছে। এই পরিস্থিতি স্বৈরতন্ত্রের বিপদ বাড়িয়ে তুলছে।

২.২ ২০১২ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত বিশতম কংগ্রেস লক্ষ্য করেছিলো যে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার দ্বিতীয়বারের জন্য সরকারে এসে নয়া উদারনীতির আরো রূপায়ণ ঘটাচ্ছে। ব্যাপক দুর্নীতির প্রকাশ, ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান বেকারী জনসাধারণের একটা বড় অংশকে বিশেষত মধ্যবিত্ত এবং যুবদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। রাজনৈতিক প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছিলো যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিপদ হয়ে উঠছে কারণ আর এস এস এবং তাদের রাজনৈতিক শাখা বি জে পি তাদের সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য নিয়ে এগোনোর সুযোগ খুঁজছে। তাই প্রস্তাবে কংগ্রেস এবং বি জে পি উভয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহবান জানানো হয়েছিলো। প্রস্তাবে তুলে ধরা হয়েছিলো, ইউ পি এ সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সর্বস্তরে সামরিক জোট জোরদার করার চেষ্টা করছিলো। সি পি আই (এম) পশ্চিমবঙ্গে তীব্র আক্রমণের মুখে পড়ে এবং সামগ্রিকভাবে বামপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হয়। বিংশতিতম কংগ্রেস পার্টিকে আহবান জানায় বাম ও গণতান্ত্রিক মঞ্চের ভিত্তিতে পার্টির স্বাধীন ভূমিকার প্রসারের জন্য, বাম ঐক্য জোরদার করার জন্য এবং শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক ও অন্যান্য অংশকে সংগঠিত করার জন্য।

২.৩ বিগত পার্টি কংগ্রেসের পরে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও বৈশিষ্ট্যগুলি হলো,

সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য

(১) দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার তাদের মেয়াদ শেষ করে ব্যাপক দুর্নীতি, অভাবনীয় মূল্যবৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান কর্মহীনতাসহ অত্যন্ত লজ্জাজনক রেকর্ড নিয়ে। এই পর্বে মনমোহন সিং সরকার বিদেশী পুঁজির সামনে খুচরো বিপননকে মুক্ত করে দেওয়া ও ব্যাপক বেসরকারীকরণের মাধ্যমে নয়া উদারনীতির ক্রমাগত প্রয়োগ ঘটিয়েছে।

(২) যে বি জে পি আগের দুটি নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলো তারা এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ

কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। বৃহৎ পুঁজিপতিদের মদত ও আর এস এস-এর পূর্ণ শক্তি নিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে কার্যকরীভাবে তুলে ধরে কর্পোরেটে মিডিয়া। দেখানো হয়, নরেন্দ্র মোদীই সেই নেতা যিনি ভালোভাবে প্রশাসন চালাতে পারবেন এবং সুশাসন দিতে পারবেন।

(৩) এই সময়কালেই, আর এস এস এবং তার শাখাগুলি নির্বাচনের এক বছর আগে থেকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিতে এবং সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের মাধ্যমে সমর্থন জোগাড়ে নেমে পড়ে। দেশে সাম্প্রদায়িক ঘটনার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে, উত্তরপ্রদেশের অজস্র সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা এর দৃষ্টান্ত।

(৪) বি জে পি-র জয় এবং মোদী সরকারের পত্তন আরো দক্ষিণপন্থী আক্রমণকে উন্মুক্ত করে দেয়। কর্পোরেট এবং হিন্দুত্ববাদীদের শক্তির যুগল এই দক্ষিণপন্থী পরিবর্তনে ইন্ধন দিয়ে যাচ্ছে।

(৫) বি জে পি সরকারের এগারো মাসের সময়কালে অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজির প্রবেশ বৃদ্ধিতে জোর দিয়ে নয়া উদারনীতির আগ্রাসী রূপায়ণ ঘটেছে। বেসরকারীকরণ, শ্রম আইন ও জমি অধিগ্রহণ আইন শিথিল করা হয়েছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপরে সর্বাত্মক আক্রমণ চালাচ্ছে হিন্দুত্ববাদীরা।

(৬) দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের বিদেশনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক জোট শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে এবং এভাবে তা দেশের স্বাধীন বিদেশনীতির পরিপন্থী হয়েছে। মোদী সরকার সেই উদ্যোগই তীব্রতর করছে।

(৭) ইউ পি এ সরকার একের পর এক দুর্নীতি কেলেঙ্কারিতে জড়িয়েছিলো যা উচ্চস্তরের দুর্নীতির বিষয়কে প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। এই বিপুলায়তন দুর্নীতিগুলি নয়া উদারনীতির এবং বৃহৎ পুঁজি- শাসক রাজনীতিক- আমলাতন্ত্রের বেড়ে ওঠা আঁতাতের ব্যবস্থাগত ফলাফল।

(৮) সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি ঘটেছে। শ্রমিক শ্রেণী এবং কৃষকদের শোষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আদিবাসী, দলিত, সংখ্যালঘু ও মহিলারা যারা আগে থেকেই শোষিত ও বঞ্চিত তারাই বেশি করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

(৯) বিভেদকামী শক্তির বিভেদ সৃষ্টির কার্যকলাপ প্রকাশ্যে এসে গেছে, যেমন আসামের বি টি এ ডি এলাকায় বোড়ো উগ্রপন্থীরা মুসলিমদের ওপরে ভয়ানক আক্রমণ চালিয়েছে, বি টি এ ডি এলাকার বাইরের এলাকায় আদিবাসীদের ওপরে আক্রমণ হয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষের ওপরে আক্রমণের ঘটনা ঘটছে।

(১০) মহিলাদের ওপরে আক্রমণের ঘটনার চরিত্র ও সংখ্যা শঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গিয়েছে। মহিলা, কিশোরী, ও শিশুদের ওপরে যৌন নির্যাতন তড়িৎগতিতে বেড়েছে। পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব ও বাজারনীতির মূল্যবোধ মহিলাদের ওপরে হিংসাত্মক ঘটনা বাড়িয়েছে।

(১১) এই সময়পর্বে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ঐক্যবদ্ধ যুক্ত আন্দোলন বেড়েছে, ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এর ফলশ্রুতিতে দুদিনের ঐতিহাসিক সাধারণ ধর্মঘট হয়েছে। শ্রম আইন লঘু করার প্রতিবাদে ট্রেড ইউনিয়নগুলির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চলছে।

(১২) এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম) এবং বামপন্থীদের ওপরে তৃণমূল কংগ্রেস ও রাজ্য সরকারের আক্রমণ ঘটে চলেছে। লোকসভা নির্বাচনে সি পি আই (এম) এবং বামপন্থীদের গুরুতর নির্বাচনী বিপর্যয় ঘটেছে, যা দেখিয়ে দিচ্ছে সি পি আই (এম) এবং বামপন্থীদের শক্তিশালী করা দরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

২.৪ গত দুইবছরে নয়া উদারনীতি গুরুতর সঙ্কট ডেকে এনেছে, ভারতের মতো দেশ বিশ্ব পুঁজিবাদের সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে বলে যে প্রত্যাশা শুরুতে দেখানো হয়েছিলো তাও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

২.৫ সঙ্কটের সবচেয়ে প্রকট সূচকটি হলো আন্তর্জাতিক সঙ্কটের ঠিক পরের সময়টুকু বাদ দিলে একদশক ধরে চলে উঁচুমাত্রার বৃদ্ধির নেমে আসা। বৃদ্ধি কমে যাওয়া প্রকাশ পায় ২০১১-১২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে। ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সালে জি ডি পি-র বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৫শতাংশের নিচে ছিলো, ২০১৪-১৫ সালের প্রথম দুটি কোয়ার্টারের তথ্যে দেখা যাচ্ছে সামান্যই বৃদ্ধি দেখা যাবে এই হারে। বিকাশের মন্দা ব্যাপকভাবে প্রসারিত পরিষেবা, নির্মানসহ বহুক্ষেত্রে, সবচেয়ে খারাপ অবস্থা শিল্পক্ষেত্রের। ২০১১ সালের জুলাই মাস থেকে উৎপাদন শিল্পে বিকাশের হার শূন্যের কাছাকাছি।

২.৬ ইউ পি এ সরকার এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে বিদেশী পুঁজির আরো স্বার্থপূরণে এবং বৃহৎ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের তুষ্ট করতে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলো। বিদেশী পুঁজি এবং ভারতীয় বৃহৎ ব্যবসায়ীদের সুবিধা দিতে আরো কর ছাড় এবং করক্ষেত্রকে শিথিল করা হয়েছিলো। সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, খুচরো বিপননে ৫১শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগ অনুমোদন, ব্যাঙ্কিং বিধি সংশোধনী আইন এনে ভারতীয় ব্যাঙ্কে বিদেশী পুঁজির সর্বোচ্চ সীমা ১০শতাংশ থেকে ২৬শতাংশ করা, শিল্পসংস্থাগুলিকে বেসরকারী ব্যাঙ্ক চালানোর রাস্তা খুলে দেওয়া, পেনশন বিলের মাধ্যমে পেনশন ফান্ডকে বেসরকারীকরণ করা ও তাতে ২৬শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়ার। ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং পলিসি ঘোষণা করা হয় যাতে ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বহুজাতিকসহ বৃহৎ ওষুধ কোম্পানিগুলিকে অতি মুনাফার সুযোগ করে দেওয়া যায়।

২.৭ ইউ পি এ-র সময়কালে মূলধনী বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন, সার ও খাদ্য ভরতুকি, সামাজিক ক্ষেত্রে বরাদ্দ ইত্যাদি যে বিনিয়োগগুলি সাধারণ মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ তাও ব্যয়সংকোচ পরিকল্পনায় কমিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রকৃত অঙ্কেও এই সব খাতে বার্ষিক ব্যয়ের পরিমান প্রথম ইউ পি এ সরকারের তুলনায় দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের পাঁচ বছরে অনেক কমানো হয়েছে। বি জে পি সরকারের এম এন আর ই জি এ প্রকল্পে ব্যয় কমানোর পদক্ষেপ, স্বাস্থ্য খাতে এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক খাতে ব্যয় সংকোচ বা বিলগ্নীকরণ জোরদার করার পদক্ষেপ দেখিয়ে দিচ্ছে, আগামী দিনে এমন ঘটনাই আরো ঘটবে। গণবন্টনের পরিধি কমানো, খাদ্যের বদলে নগদ দেওয়ার প্রস্তাব এসেছে। খাদশস্য সংগ্রহের ব্যবস্থাকেই ছাঁটাই করার কথা ভাবা হচ্ছে যা খাদ্য

নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করবে।

২.৮ বি জে পি সরকার আগ্রাসীভাবে নয়া উদারনীতি রূপায়ণ করছে। বি জে পি সরকার রেলওয়েতে বিদেশী বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা উৎপাদনে বিদেশী বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে। বীমাক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৯শতাংশে বৃদ্ধি করেছে, রিয়েল এস্টেটে বিদেশী বিনিয়োগের বিধি শিথিল করেছে। পরিকল্পনা কমিশন বাতিল করে তার জায়গায় নীতি আয়োগ তৈরি করা হয়েছে যা প্রধানমন্ত্রীর অধীন একটি সংস্থা, এতে রাজ্যগুলিকে আর্থিক বরাদ্দ করা আরো কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবে।

২.৯ ২০১৫-১৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ৬৯৫০০কোটি টাকার শেয়ার বিলগ্নীর প্রাস্তাব রাখা হয়েছে। কয়লা জাতীয়করণ আইন সংশোধন করে বেসরকারী খননের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যার ফলে কয়লার বি-জাতীয়করণ হয়ে গেছে। কয়লা খাদানের ই-নিলাম এবং পুনর্নিলাম এই প্রক্রিয়ারই অংশ। ডিজেলের মূল্য নির্ধারণে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে দিয়েছে। জঙ্গল এলাকায় অনেকগুলি খনি ও বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র দিয়েছে, এতে পরিবেশ এবং সেখানে বসবাসরত আদিবাসীদের ওপরে বিরূপ প্রভাব পড়বে। বি জে পি সরকার আসার পরে আর্থিক বৃদ্ধি ধীরগতিতে চলছে। শিল্পোৎপাদন সূচক ২.৫শতাংশ ছাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে না। ২০১৪-১৫ সালে কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধি মাত্র ১.১শতাংশে নেমে এসেছে।

২.১০ মুদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়া খাদ্যপণ্যে প্রবলভাবে কেন্দ্রীভূত। এক দশক ধরে খাদ্যদ্রব্যের চড়া মূল্যবৃদ্ধি প্রকট হয়েছে এবং তারফলে এই সময়কালে বেশিরভাগ খাদ্যদ্রব্যের দাম দ্বিগুণের বেশি হয়ে গেছে। আর্থিক বৃদ্ধি যখন মাঝারি হারে, মুদ্রাস্ফীতির হার তখনো চড়া। যদিও সরকার পাইকারি মূল্য সূচক কমাকে দেখানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু খাদ্য দ্রব্যের মুদ্রাস্ফীতির হার ২০১৪-১৫ সালে চড়া হার ৮.৬৩ শতাংশই থেকে গেছে। লক্ষণীয়, খনিজ তেলের আমদানি মূল্য হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও এই ঘটনা ঘটছে যেখানে এর প্রভাবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম এবং মুদ্রাস্ফীতি কমাই স্বাভাবিক ছিলো। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ২০১৪ সালের জুন মাস থেকে চড়া হারে কমে ৫৫ শতাংশ কমেছে। কিন্তু মোদী সরকার তেলের আমদানির ওপরে উৎপাদন শুল্ক এই সময়ে চার গুন বাড়িয়েছে এবং এভাবেই পেট্রোল ডিজেলের দাম কমার সুফল থেকে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করেছে।

২.১১ গত তিনবছরে বেকারী বেড়েছে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার এক শতাংশের কম যার ফলে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বেকারদের সংখ্যা বেড়েছে। ১৫-২৯ বছর বয়সী যাদের সংখ্যা ৩০কোটি, তাঁদের মধ্যে কর্মহীনতার হার ১৩.৩ শতাংশ। শিল্প ও অর্থনীতিতে মন্দা ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিক্যাল ব্যক্তিদের কর্মহীনতা বাড়াচ্ছে। মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমে গেছে। যে কাজ আছে তাও কম মজুরির এবং কোনো জীবিকা নিরাপত্তা ছাড়া। এটাই নয়া উদারনীতির পরিচিত চেহারা।

২.১২ বৃদ্ধিকে চাঙ্গা করতে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি ও বিনিয়োগের নীতি অনুসরণ করার বদলে বেসরকারী বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে এবং তাদের মুনাফা বাড়াতে অন্যান্য

পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর মূল বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে, (ক) শ্রমের তুলনায় পুঁজির অবস্থান আরো শক্তিশালী করতে শ্রম আইন পরিবর্তন করা যাতে 'নমনীয়তা' বাড়ে, (খ) অর্ডিন্যান্স করে জমি অধিগ্রহণ আইনে সংশোধনীর মাধ্যমে কৃষক ও আদিবাসীদের ক্ষতি করে রিয়েল এস্টেট, পরিকাঠামো, খনি এবং শিল্প প্রকল্পের জন্য বৃহৎ ব্যবসায়ীদের সস্তায় জমি পাওয়া সহজ করে দেওয়া, (গ) রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা ও পরিষেবাগুলির বেসরকারীকরণের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদ কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে হস্তান্তরিত করা যা ইউ পি এ জমানায় ব্যাঙের ছাতার মতো দুর্নীতির প্রসার ঘটিয়েছে, (ঘ) পরিবেশগত বিধিনিষেধ কমিয়ে বেশি প্রকল্পকে অনুমোদন দেওয়া, (ঙ) করছাড় ও ঋণমকুব করা যার ফলে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সম্পদ সংগ্রহ আরো কঠিন হয়ে পড়েছে, এবং (চ) সামাজিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগে উল্লেখযোগ্য ছাঁটাই।

২.১৩ সঙ্কটের মোকাবিলায় ভারত রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়ায় তাদের বুর্জোয়া-ভূস্বামী ভিত্তির সংকীর্ণ শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত হয়েছে। জনগণের কাঁধে আরো বোঝা চাপিয়েই তারা সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ চাইছে। সাধারণভাবে এই প্রক্রিয়া শাসক শ্রেণীর স্বার্থ এবং শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসহ শ্রমজীবী মানুষ স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করছে। মানুষের বিরুদ্ধে এই সর্বাত্মক আক্রমণ বর্তমান সময়ে শাসকশ্রেণীর জন্য স্বৈরতন্ত্রকে প্রয়োজনীয় করে তুলছে।

কৃষি পরিস্থিতি

২.১৪ ভারতে গরিব এবং মধ্য কৃষক ও খেতমজুরদের অবস্থা ও কৃষি পরিস্থিতি গত তিন বছরে আরো খারাপ হয়েছে। কৃষি বিকাশের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী মন্দা অব্যহত রয়েছে এবং মাথাপিছু খাদ্য শস্যের সংস্থান থমকে রয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে পুঁজির সংস্থান করতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ জি ডি পি-তে কৃষি উৎপাদনের অংশের তুলনায় কমেছে। মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্র প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, কেরালা , পশ্চিমবঙ্গসহ বহু রাজ্যে কৃষক আত্মহত্যা ঘটে চলেছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য অনুসারে, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের ১১৭৭২জন আত্মহত্যা করেছেন ২০১৩ সালে। কৃষিতে এই দুর্দশার সম্ভাব্য কারণ, কৃষির অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক হয়ে পড়া, ক্রমেই লোকসান হতে থাকা, বিশেষত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছে। ক্ষুদ্র কৃষকের কৃষির এই সঙ্কট প্রতিফলিত হচ্ছে কৃষি উপকরণের দামের চড়া বৃদ্ধি এবং সেই অনুপাতে উৎপাদিত ফসলের দামের বৃদ্ধি না হওয়ার মধ্যে।

২.১৫ একদিকে সরকারের নীতির কারণে ২০১২ সালের পরে বীজ, সার, কীটনাশক, বিদ্যুৎ এবং জ্বালানির মতো উপকরণের দামের চড়া বৃদ্ধি হয়েছে। কৃষি গবেষণায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গুরুত্ব হারানোয় বীজ উৎপাদন ও বন্টনে বহুজাতিক ও দেশী কর্পোরেট সংস্থাগুলির ক্ষমতা বাজারে বেড়েছে। কৃষি উপকরণের বাজারে কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ বাড়ছে। অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের কৃষি উপকরণের চড়া মূল্যবৃদ্ধিকে পুষিয়ে দেওয়ার মতো মূল্যবৃদ্ধি হয়নি উৎপাদিত ফসলের। প্রকৃতপক্ষে, চা, রাবার, নারকেল, মরিচ,

তুলো, হলুদ, ডাল, পেঁয়াজ ইত্যাদির দাম হয় স্থির রয়েছে নয় কমেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্যের দামের হ্রাস কৃষকদের ওপরে খারাপ প্রভাব ফেলেছে। এইরকম সময়ে সরকারী সংগ্রহ ব্যবস্থা সুরাহার একটি পথ, কিন্তু নতুন সরকার সরকারী সংগ্রহ ব্যবস্থাকে গুটিয়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর এবং সরাসরি খেত থেকে ফসল কিনে নেওয়ার জন্য বহুজাতি কর্পোরেশন ও বৃহৎ বিক্রেতাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। চিনিকলগুলির কাছ থেকে আখচাষীদের বকেয়া ১১০ কোটি টাকা আদায়ে রাষ্ট্রের ব্যর্থতায় আখচাষীদের ক্ষতি হয়েছে।

২.১৬ কৃষিতে ঋণের বৃদ্ধি চূড়ান্তভাবে বহুজাতিক কর্পোরেশন, কৃষিবাণিজ্য সংস্থা ও বৃহৎ কৃষকদের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা সরকারী ঋণ ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হয়ে বাধ্য হচ্ছেন মহাজনদের ওপরে নির্ভর করতে। কৃষকদের মধ্যে ঋণগ্রস্ততা বাড়ছে।

২.১৭ ঋণদান সমবায় সমিতিগুলি সম্পর্কে সরকারের নতুন নীতি ভারতের প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমবায়ের ভিত্তিটাকেই দুর্বল করে তাদের কেবল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির 'ব্যাঙ্কিং করেসপন্ডেন্টস্' করে দিচ্ছে। প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমবায়গুলি এরফলে আমানত সংগ্রহ করতে পারছে না, তাদের কেবল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও তাদের গ্রাহকদের মধ্যবর্তী অংশে পরিণত করছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, শস্যহানি বা ফসলের দাম না পাওয়ার জন্য কোনো সার্বিক শস্য বীমা নেই।

২.১৮ জমিদার ও বৃহৎ পুঁজিবাদী কৃষকরা উদারনীতির জমানায় গ্রামীণ পরিবর্তনের সুবিধাভোগী হয়েছেন। কৃষি ও অকৃষি মজুরদের তারা ছাঁটাই করতে পারছে, মজুরির পরিমাণ ক্রমশ কমছে এবং আঞ্চলিক বৈষম্য ও লিঙ্গ বৈষম্য বাড়ছে। তাছাড়া, গ্রামীণ মজুরদের বার্ষিক গড় কাজের দিন খুব কম, বিশেষত মহিলাদের। পরিযায়ী শ্রমিকদের ও গ্রামে থাকা তাদের ছেলেমেয়েদের সমস্যা তীব্র।

২.১৯ ২০১৩সালে সংসদে পাস হওয়া জমি অধিগ্রহণ আইন অর্ডিন্যান্স জারি ও পুনরায় জারি করে সংশোধন করেছে বি জে পি সরকার। কর্পোরেটদের স্বার্থে, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ও জমি মাফিয়াদের মুনাফার লক্ষ্যেই এই অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। অনুমতির ধারার মাধ্যমে কৃষকদের যে সুরক্ষা ছিলো অর্ডিন্যান্স ও সংশোধনের আইনে তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জমির ওপরে নির্ভরশীল লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বার্থ উপেক্ষা করা হচ্ছে। এই উদ্যোগের পিছনে যে গোয়ার্তুমি বি জে পি সরকার দেখিয়েছে, তা তাদের কৃষক-বিরোধী চরিত্রকে উন্মোচিত করেছে।

বৈষম্যের বৃদ্ধি

২.২০ নয়া উদারনৈতিক নীতির কারণে এই সময়কালে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪সালের ফোর্বস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের প্রথম ১০০ধনীর সবাই বিলিয়নেয়র (১বিলিয়ন ডলার=৬,২০০কোটি)। ২০১১সালে ওই তালিকায় ৫৫বিলিয়নিয়রের নাম ছিল, এখন ৪৫জন বেড়ে গেছে। এই ১০০বিলিয়নিয়রের মোট সম্পদের পরিমাণ ৩৪৬বিলিয়ন ডলার। এই ধনীদের শীর্ষ এক শতাংশের মোট পারিবারিক

সম্পদের ভাগ ২০০০সালে যেখানে ছিল ৩৬.৮শতাংশ, ২০১৪সালে তা নজর কাড়ার মতো বেড়ে হয়েছে ৪৯শতাংশ (ক্রেডিট সুইসে, গ্লোবাল ওয়েলথ রিপোর্ট)।

২.২১ আবার এই নগ্নভাবে সম্পত্তিবৃদ্ধির উলটোদিকে ২০১১-১২সালে দেশের ৮০শতাংশেরও বেশি গ্রামীণ পরিবারের ভোগ্যপণ্যের জন্য মাথাপিছু ব্যয় ছিল ৫০টাকা বা তারও কম। একই ছবি লক্ষ্য করা যায় দেশের শহরে বসবাসকারী ৪৫শতাংশ পরিবারের ক্ষেত্রেও। ২০১২সালে মাথাপিছু খাদ্যশস্য প্রাপ্তি ছিল বছরে ১৬৪কেজি। ১৯৯১সালের বছরে ১৮৬কেজি প্রাপ্তির তুলনায় যা অনেকটাই কম।

২.২২ বৃহৎ পুঁজিপতিদের সম্পদ এবং মুনাফা দ্রুত বিকশিত হওয়ার কারণ হলো শ্রমিকের উপর শোষণ বৃদ্ধি। কারখানা ক্ষেত্রে নেট যুক্ত মূল্যে মজুরির ভাগ ২০১১-১২সালে নেমে এসেছে ১১.৯শতাংশে যেখানে ১৯৯০-৯১সালে ছিল ২৫.৬শতাংশ।

২.২৩ রাষ্ট্রের দান-খয়রাতিরও সুবিধা ভোগ করেছে কর্পোরেট ক্ষেত্র এবং ধনীরা। ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪, চার বছরেরও বেশি সময়কালে কর রাজস্ব ছাড়ের পরিমাণ ছিল ২৯.৫২লক্ষ কোটি টাকা।

শ্রমিকদের অবস্থা

২.২৪ শোষণের মাত্রা তীব্রতর করতেই শ্রমিক নিয়োগে পদ্ধতিগত পরিবর্তন ঘটেছে যা নয়া উদারনৈতিক আমলের বৈশিষ্ট্য। সংগঠিত কারখানা ক্ষেত্রে শ্রমিক প্রতি গড় প্রকৃত মজুরি হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯০-৯১সালে ছিল১০৮.৪১টাকা, যা ২০১১-১২সালে কমে দাঁড়িয়েছে ১০৩.৭৬টাকায়। শ্রমিকের উপর শোষণের মাত্রা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ, অস্থায়ী নিয়োগ এবং কাজের আউটসোর্সিং-র মতো পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। সংগঠিত ক্ষেত্রে মোট কর্মসংস্থানে চুক্তি-শ্রমিকের ভাগ ১৯৯৫-৯৬সালে ১০.৫৪শতাংশ থেকে ২০০৯-১০সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫.৭শতাংশ। গার্হস্থ্য কর্মী, বিশেষত মহিলাদের আউটসোর্স কাজ হিসাবে ব্যবহার করে নামমাত্র মজুরি হাতে ঠেকিয়ে দেয় কোম্পানিগুলি। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে ‘প্রকল্প’ কর্মীদের যৎসামান্য সাম্মানিক দেওয়া হয় এবং বিধিবদ্ধ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হন। অসংগঠিত ক্ষেত্রের অধিকাংশ শ্রমিকই অভিবাসী। দিনমজুর হিসাবে নিয়োগ এবং কোনোরকম সামাজিক নিরাপত্তা না থাকায় দুঃসহ কাজের পরিবেশে এদের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে।

দুর্নীতি ও কালো টাকা

২.২৫ ইউ পি এ-২ সরকারের আমলে একের পর এক দুর্নীতি-কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে যা সত্যিই নজিরবিহীন। নয়া উদারনৈতিক আমলে জাতীয় সম্পদ লুঠকে উৎসাহ যোগাতে দুর্নীতিকে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা দেখিয়ে দিয়েছে ওই আমল। এরও আগে ২-জি স্পেকট্রাম দুর্নীতি বৃহৎ ব্যবসায়ী-রাজনীতবিদ-আমলা চক্র ফাঁস করে দিয়েছে। পাশাপাশি ২০১২সালে সি এ জি রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে কয়লাখনি বরাদ্দের ফলে

বেসরকারী সংস্থাগুলি কীভাবে ফুলেফেঁপে উঠেছে, জার পরিমাণ ১কোটি ৮৬লক্ষ কোটি টাকা। এরই সঙ্গে আগাস্তা-ওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার চুক্তি এবং রেল মন্ত্রকে ঘুষের মামলাও রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সারদা চিট ফান্ডের মতো একগুচ্ছ দুর্নীতি, ওড়িশায় চিট ফান্ড ও খনি কেলেঙ্কারি, মহারাষ্ট্রে সেচ কেলেঙ্কারি, মধ্য প্রদেশে প্রবেশিকা পরীক্ষা কেলেঙ্কারি এবং কেরালায় সোলার প্যানেল কেলেঙ্কারি ঘটনাও আছে।

২.২৬: কর্পোরেট মিডিয়া ও জনমানসে রাজনীতিবিদ্ এবং আমলাদেরই এই দুর্নীতির জন্য চিহ্নিত করলেও এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে দুর্নীতির উৎসকে। এই দুর্নীতির মূল কারণ হলো নয়া উদারনৈতিক আমল। এই কারণেই বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীরা দুর্নীতি করতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৩সালে সংসদে লোকপাল আইন পাশ হয়। এর ভিত্তিতেই দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে উল্লেখিত দুর্নীতিমূলক কাজকর্মের নজরদারিতে গঠিত হয় প্রতিষ্ঠান। তবে, সি পি আই (এম)-সহ বামপন্থীরা মনে করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবশ্যই নয়া উদারনৈতিক আমল এবং দুর্নীতির চক্র ভাঙাকে অবশ্যই যুক্ত করা প্রয়োজন।

২.২৭: সরকার স্বীকার করে নিয়েছে স্বাধীনতার পর থেকে বেআইনী টাকা পাচারে দেশের ক্ষতি হয়েছে ২০.২৯লক্ষ কোটি টাকা। এরমধ্যে ২০০৮ থেকে ২০১০সালের মধ্যেই ক্ষতির পরিমাণ ১১.২৮লক্ষ কোটি টাকা। ইউ পি এ সরকার যদিও বিদেশে পাচার হওয়া অবৈধ টাকা ফেরত আনার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগই নেয়নি। ক্ষমতায় বসার ১০০দিনের মধ্যে বিদেশী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কালো টাকা ফেরত আনার প্রতিশ্রুতি দিলেও ইউ পি এ সরকারেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছে মোদী সরকার। বি জে পি বা কংগ্রেস–কোনো দলই দেশের কালো টাকার কারবার বন্ধ এবং অবৈধ তহবিল উদ্ধারে পদক্ষেপ গ্রহণের কথা মুখেও আনে না।

হিন্দুত্বের কর্মসূচী : ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদ

২.২৮: লোকসভা ভোটে বি জে পি-র জয়ের পরেই আর এস এস এবং তার শাখা সংগঠনগুলি সাম্প্রদায়িক কর্মসূচী রূপায়ণে পরিকল্পনামাফিক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। ভোট ব্যাঙ্ক তোষণে গো-হত্যা, মুসলিম যুবকদের হিন্দু মেয়েকে প্রলুব্ধ করা, বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশ-সহ মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানাবিধ প্রচারের ফলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক মেরুকরণে প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে। ২০১৩সালে লক্ষণীয়ভাবে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর অধিকাংশই ঘটেছে উত্তর প্রদেশে। ২০১৩সালের সেপ্টেম্বরে মুজফ্ফরনগরের হিংসার ঘটনা পশ্চিম উত্তর প্রদেশে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটাতে সাহায্য করেছে। বিহার, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড় এবং কর্ণাটকেও সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটেছে। লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর এবং বি জে পি সরকারের অভিষেকের পরে একের পর এক সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটে চলেছে বিভিন্ন রাজ্যে। এর লক্ষ্যই হলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এমন বার্তা দেওয়া যাতে তারা বোঝে যে বি জে পি আমলে তাদের অধস্তন অবস্থাতেই বসবাস করতে হবে।

২.২৯: বি জে পি-র সরকারে আসা এবং আর এস এস-র ছক বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে

পরিস্থিতির একটা গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। মন্ত্রিসভার শীর্ষস্তরের মন্ত্রীদের সঙ্গে আর এস এস-র ঘনিষ্ঠ সমন্বয় আছে। একে উৎসাহ যোগাতে আর এস এস ছ'টি গোষ্ঠী তৈরি করেছে। এদের প্রথম লক্ষ্য শিক্ষাব্যবস্থা। নয়া শিক্ষানীতিতে পাঠক্রম এবং পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িক উপাদান যুক্ত করার লক্ষ্যে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। ইতিহাসের পুনর্লিখন চলছে এবং অন্য ভারতীয় ভাষার পরিবর্তে জোর করে সংস্কৃতকে ঢোকানোর চেষ্টা চলছে। আর এই কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে করা যায় সেজন্য উচ্চ শিক্ষা এবং গবেষণা কেন্দ্রের শীর্ষ নীতি নির্ধারণ পদে বেছে বেছে নিজেদের লোক বসানো হচ্ছে। খোদ প্রধানমন্ত্রী থেকে নিচুস্তরের নেতৃত্ব পর্যন্ত পশ্চাদমুখী ভাবনার প্রচার চালাচ্ছেন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি খর্ব করা হচ্ছে।

২.৩০: ক্ষতিকর উগ্র হিন্দুত্ববাদী কর্মসূচীগুলি ক্রমেই উন্মোচিত হচ্ছে যা সাধারণতন্ত্রের ধর্মনিপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে বিপদের মুখে দাঁড় করাচ্ছে। যাঁরা ওই উগ্র হিন্দুত্ববাদী কর্মসূচী মানতে রাজি নন তাঁদের বি জে পি নেতা এবং সাংসদরা হুমকি দিচ্ছেন। নাথুরাম গডসেকে মহিমান্বিত করা, মুসলিম এবং খ্রীষ্টানদের ফের হিন্দু ধর্মে ফেরত আনার লক্ষ্যে পুনঃধর্মান্তরকরণ, অযোধ্যায় রামন্দির নির্মাণ—এসবই ওই আর এস এস-র পরিকল্পনার অঙ্গ। দেশে যে জাতপাত ব্যবস্থার কাঠামো চালু আছে তাকে হিন্দু ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে আরও শক্তিশালী করার পক্ষেই সওয়াল করে হিন্দুত্ববাদ। পশ্চাদমুখী পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিয়মকানুনের পক্ষেই সওয়াল করে হিন্দুত্ববাদ যেখানে মহিলাদের সমাজ এবং পারিবারিক 'সম্মানের' ভাণ্ডার বলে মনে করা হয়। আশা করা হয় তথাকথিত ঐতিহ্য ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে মহিলারা অধস্তনের মর্যাদাই মেনে চলবেন। এখন আবার নতুন আক্রমণ হিন্দু মহিলাদের উপর, তাঁদের বহু সন্তানের জননী হওয়ার ফতোয়া দেওয়া হচ্ছে।

২.৩১: সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় আর এস এস-র সংগঠন বিস্তারে রাষ্ট্রীয় সাহায্য এবং অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। আর এস এস-র সংগঠন দলিত এবং আদিবাসী সমাজকে হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ এবং নিয়মকানুনের মধ্যে টেনে আনার কাজেই মূলত মনোনিবেশ করেছে।

সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের পন্থা

২.৩২: হিন্দুত্ববাদী শক্তি এবং অন্যান্য ধরনের সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের সংগ্রামকে অবশ্যই নয়া উদারনীতি ও শ্রমজীবী মানুষের উপর ওই নীতির প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে একীভূত এবং যুক্ত করতে হবে। জনগণের জীবনজীবিকা রক্ষার এবং বি জে পি সরকার-সহ বি জে পি পরিচালিত বিভিন্ন রাজ্য সরকারের চাপিয়ে দেওয়া বোঝার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমবেত করতে হবে। সেভাবেই আর এস এস নেতৃত্বাধীন সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে অভিযান জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারবে।

২.৩৩: উগ্র হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলির আক্রমণ এবং সংখ্যালঘুদের উপর তাদের হামলা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে উগ্রপন্থী ও মৌলবাদী শক্তি তৈরির ভিত্তি তৈরি করে দিচ্ছে।

ফলে সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে যা আবার সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ক্ষমতাশালী হতে সাহায্য করে।

২.৩৪: সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির এই বিপদ প্রতিরোধে ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ব্যাপকতম সমাবেশের লক্ষ্যে প্রয়াস নিতে হবে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ব্যাপকতর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে গেলে যৌথ মঞ্চ জরুরী।

২.৩৫: আর এস এস-বি জে পি যৌথ শক্তির বিরুদ্ধে রণকৌশলের রূপায়ণে শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, মতাদর্শগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট আকার দেওয়া উচিত। এই ক্ষেত্রগুলিতেই সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ও মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং প্রভাবিতও করছে। রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি পার্টি এবং গণ সংগঠনগুলিকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নজর দেওয়া জরুরী:

(ক) হিন্দুত্ববাদী এবং নানা আকারের সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়াশীল ও বিভেদকামী চরিত্র উন্মোচিত করতে মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক উপাদান জনপ্রিয় ধরনে প্রস্তুত করতে হবে। পার্টির যে বৌদ্ধিক সম্পদ আছে এবং গবেষণা কেন্দ্রগুলি পরিচালিত করে তাকে বুদ্ধিজীবী, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের জড়ো করার কাজে নিয়োজিত করতে হবে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াইয়ের স্বার্থে।

(খ) শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক ও সামাজিক সংগঠনগুলির সাহায্যে প্রাক-বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়স্তরে উদ্যোগ নিতে হবে।

(গ) শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এবং তাঁরা যে অঞ্চলে বসবাস করেন সেই এলাকায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্ম সংগঠিত করতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ এবং বৈজ্ঞানিক ভাবধারা প্রচারের জন্য। এই কাজ করতে হবে পার্টি এবং শ্রমিক সংগঠনগুলিকে।

(ঘ) সাম্প্রদায়িক শক্তি যে ক্ষতিকর, জাতপাতমুখী ও পশ্চাদমুখী মূল্যবোধ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালায় তার প্রতিরোধে সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক কাজকর্ম বিকশিত করতে হবে।

(ঙ) আর এস এস-র বহুমুখী কাজকর্ম প্রতিরোধে আদিবাসী অঞ্চল এবং দলিতদের মধ্যে সাংগঠনিক কাজকর্ম আরও বাড়াতে হবে।

সংখ্যালঘুর অধিকার রক্ষা

২.৩৬: বিশেষ করে মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে বেছে নিয়েছে হিন্দুত্ববাদী শক্তি। ধর্মান্তরকরণ এবং তথাকথিত লাভ-জেহাদ প্রচার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা ও ভয়ের সঞ্চার করেছে। দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রিশ্চান চার্চের ওপরে পরপর হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। মুসলিম সামাজের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা এবং সাচার কমিটির সুপারিশের মতো জ্বলন্ত বিষয়গুলি বি জে পি কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসার পর হঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহারাষ্ট্রে বি জে পি সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিমদের ৫শতাংশ সংরক্ষণ বাতিল করে দিয়েছে। মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানায় গোমাংশ ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষা এবং

সংখ্যালঘুদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি আরও গুরুত্ব পেয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীর

২.৩৭ রাজ্যে বি জে পি-পি ডি পি সরকার গঠন জম্মু ও উপত্যকার মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকেই তীব্র করবে। ৩৭০ধারাই হোক বা আফস্পা, শাসক কোয়ালিশনের শরিকরা পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিয়ে আছে। জম্মু-কাশ্মীরের রাজনৈতিক প্রশ্নের বিষয়টিতে কোনো অর্থবহ ভূমিকাই নেয়নি দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত সমস্ত রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের সঙ্গেই আলোচনা শুরু করা। সি পি আই (এম) পুনরায় দাবি করছে মূল লক্ষ্য সহ ৩৭০ধারাকে অক্ষুন্ন রাখতে হবে, রাজ্য থেকে আফস্পা প্রত্যাহার করতে হবে। পার্টি মনে করে, রাজ্যকে সর্বাধিক স্বায়ত্ত্বশাসনের পাশাপাশি তিনটি অঞ্চল– জম্মু, কাশ্মীর ও লাদাখকে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসন দেওয়ার ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে।

বিদেশনীতির অভিমুখ

২.৩৮ ১৯৯০সালে উদারনীতির আবির্ভাব থেকেই মার্কিনমুখী বিদেশনীতি রূপায়ণের ঝোঁক শুরু হয়েছে। ইউ পি এ সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে স্ট্র্যাটেজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে তার সূত্রপাত সেই বাজপেয়ী সরকারের আমলেই। আর মোদী সরকার যে সেই পথেই হাঁটতে চাইছে তা স্পষ্ট। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গত সেপ্টেম্বরে ওয়াশিংটন সফরের সময়ে ভারত-মার্কিন প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো চুক্তির আরও দশ বছরের জন্য পুনর্নবীকরণ (জানুয়ারি ২০১৫থেকে) করার কথা ঘোষণা করা হয়। বি জে পি সরকার জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে স্ট্র্যাটেজিক ও সামরিক সমঝোতা আরও মজবুত করেছে। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সহযোগিতা পরিকাঠামো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। ২০১৫-র জানুয়ারিতে ওবামার সফরকালে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এবং ভারত মহাসাগর অঞ্চল সংক্রান্ত যৌথ দৃষ্টিভঙ্গিগত (জয়েন্ট ভিশন) বিবৃতিতে স্পষ্টতই এই প্রথমবার চীনকে ঘিরে রাখার জন্য এশিয়ায় মার্কিন রণনীতির সঙ্গে ভারতের 'পূবে চলো' নীতিকে যুক্ত করা হলো। এই উদ্যোগের পরিণতিতে চতুর্দেশীয় নিরাপত্তাজনিত জোট গড়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে যাতে শামিল করা হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতকে।

২.৩৯ বি জে পি সরকার ইজরায়েলের সঙ্গে নিরাপত্তা এবং স্ট্র্যাটেজিক সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে। গত বছর বিদেশ সচিব পর্যায়ের বৈঠক প্রত্যাহার করে নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে বৈরিতার অবস্থানও গ্রহণ করেছে ভারত। অবশ্য রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে নাড়াচাড়া করা হচ্ছে। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতি এবং শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বি জে পি সরকার তাদের মতাদর্শগত অভিরুচিকে যেন প্রাধান্য না দেয়।

২.৪০ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্ট্র্যাটেজিক সম্পর্ক স্থাপনের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার

চালিয়ে যাবে পার্টি। এরই সঙ্গে স্বাধীন বিদেশনীতিই যে দেশের স্বার্থরক্ষা করতে পারে, সেই সওয়ালও চালিয়ে যাবে ক্রমাগত। পার্টিকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী তৎপরতা ও প্রচার আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

রাষ্ট্র ও নয়া উদারনীতির আমল

২.৪১ নয়া উদারবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে রাষ্ট্র এবং এর প্রতিষ্ঠানগুলিতে দিনে দিনে ক্ষয় ধরেছে, প্রভাবিত হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ দখল এবং পুঁজি পুঞ্জিভূত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ক্রমশ বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর হাতিয়ার হয়ে উঠছে। বাজার শক্তির ধারক হয়ে কাজ করতে শুরু করেছে রাষ্ট্র এবং এবং যাবতীয় বিরোধিতাকে হঠাতে থাকছে। একইসঙ্গে কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকাও হ্রাস পেতে লাগলো। নয়া উদারনীতির প্রভাবে ব্যবসায়ী-রাজনীতিবিদ চক্র আরও বেড়েছে। নির্বাচনী ব্যবস্থাকেও গ্রাস করেছে বিপুল টাকার খেলা। রাজনীতি এবং ব্যবসায়ের সংমিশ্রণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষয় ধরিয়েছে। এর ফলে সংসদীয় গণতন্ত্র দুর্বল হচ্ছে। মৌলিক অর্থনৈতিক নীতি এবং আইন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সংসদ বা আইনসভা ছাড়াই গ্রহণ করা হচ্ছে। সংসদীয় গণতন্ত্রকে তোয়াক্কা না করে গুরুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণে আরও বেশি মাত্রায় অর্ডিন্যান্সকেই নির্ভর করছে মোদী সরকার।

২.৪২ রাজ্যগুলি বেসরকারীকরণের নীতি, ব্যবহারকারীর উপর মাসুল চাপানো এবং কৃষি বাজারের বেসরকারীকরণ ঘটাতে বাধ্য হচ্ছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণ ও আর্থিক হস্তান্তরের আরোপিত শর্তের কারণে। এই প্রেক্ষাপটেই বি জে পি রাজত্বে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সাম্প্রদায়িক করে তোলার উদ্যোগ চলছে। জাতীয় নিরাপত্তার রাষ্ট্র গড়ে তোলার ভাবনাকে মদত যোগানো হচ্ছে। এসবই স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার ইঙ্গিত বহন করছে।

নির্বাচনী সংস্কারের জন্য সংগ্রাম

২.৪৩ বৃহৎ পুঁজির প্রভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের অবক্ষয় ঘটছে এবং নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোটের প্রার্থীর বিজয়ের প্রক্রিয়ায় বিকৃতির ফলে মৌলিক নির্বাচনী সংস্কারের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আংশিক তালিকা ও আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা চালুর জন্য পার্টির প্রচার চালিয়ে যাওয়া উচিত। এরই সঙ্গে নির্বাচনী সরঞ্জামের খরচ রাষ্ট্রের বহন করার পাশাপাশি ভোটে অর্থের অবৈধ ব্যবহারের বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। নির্বাচনে দলগুলির খরচকে প্রার্থীর খরচের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়াও অত্যন্ত জরুরী।

রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, গণতান্ত্রিক অধিকারে লাগাম

২.৪৪ গণতান্ত্রিক অধিকারে গুরুতর হস্তক্ষেপ এবং নাগরিক স্বাধীনতার উপর আক্রমণের মধ্যে দিয়ে কর্তৃত্ববাদী ঝোঁক যে বাড়ছে তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাজ্য সরকারগুলির জনসভা, বিক্ষোভ কর্মসূচী এবং প্রতিবাদের অধিকারে লাগাম পরানোর ঘটনা আরও বাড়ছে। এইসব নিয়ন্ত্রণ চাপানোর ক্ষেত্রে বিচারব্যবস্থাকেও ব্যবহার করা হচ্ছে।

২.৪৫ বিভিন্ন দানবীয় আইন প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দমননীতি প্রয়েগ করা হচ্ছে। জম্মু-কাশ্মীর এবং মণিপুরে জারি থাকা সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন (আফপসা) ব্যবহার করে সাধারণ নাগরিকদের হত্যার ঘটনায় সশস্ত্র বাহিনীকে দায়মুক্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রশাসন বেআইনী কার্যকলাপ মোকাবিলা আইন (ইউ এ পি এ)-কে ব্যবহার করছে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার নামে মুসলিম যুবকদের হয়রানির জন্য। গত তিন বছরে এমন বহু উদাহরণ আছে যেখানে মুসলিম যুবকদের দীর্ঘদিন যাবৎ আটক করে রাখা হয়েছিল অথচ দেখা গেছে আদালত যাবতীয় অভিযোগ থেকে তাদের মুক্তি দিয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির রাষ্ট্রদোহিতার ধারাগুলি নির্বিচারে ব্যবহার করা হচ্ছে জনগণের আন্দোলন এবং যারা সরকারের নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদের রোখার জন্য। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬এ ধারাকে ব্যবহার করা হচ্ছিল ইন্টারনেটে এবং সোসাল মিডিয়ায় বিরোধী মতামতের কন্ঠরোধ করার জন্য, সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি এই ধারা বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। ক্রমাগত শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে পুলিসকে এবং কোথাও কোথাও পুলিস-রাজনীতিবিদ-মাফিয়াদের চক্র গড়ে উঠছে। বি জে পি শাসিত রাজ্যগুলিতে পুলিসকে দিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের অবৈধ ফতোয়া সংখ্যলঘুদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের বিপজ্জনক প্রবণতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

২.৪৬ গণতান্ত্রিক অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষায় সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি ও নাগরিক গোষ্ঠীগুলিকে জড়ো করে আন্দোলনে নামার গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে এইসব ঘটনা।

২.
বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি
বি জে পি ও কংগ্রেস

২.৪৭ বর্তমান পরিস্থিতি শাসক শ্রেণীর দুই বৃহৎ দলের শক্তির তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনকে সূচিত করছে। কংগ্রেসের লোকসানের উপর দাঁড়িয়ে শক্তি বাড়িয়েছে বি জে পি। প্রদত্ত ভোটের মাত্র ৩১শতাংশ ভোট পেয়ে বি জে পি লোকসভায় ২৮২টি আসন পেয়েছে। যদিও তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যুব এবং গ্রামীণ এলাকায় অন্যান্য অনগ্রসর অংশের মধ্য থেকে নতুন করে সমর্থন আদায় করে আনতে সমর্থ হয়েছে। এই সমর্থনের উপর ভিত্তি করে বি জে পি নতুন এলাকায় অগ্রসর হতে সক্ষম হওয়ায় হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, জম্মু-কাশ্মীরে বিধানসভায় জয় পেয়েছে। যদিও দিল্লিতে তারা পরাস্ত হয়েছে। পরপর দুটি লোকসভা নির্বাচনে পরাজয়ে ছত্রভঙ্গ হয়েছিল বি জে পি। শেষ পর্যন্ত আর এস এসের হস্তক্ষেপে দল নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করতে সক্ষম হয়। এর লক্ষণীয় পরিণতি হলো বি জে পি'র উপর আর এস এসের নিয়ন্ত্রণ অনেক মজবুত হলো।

২.৪৮ কংগ্রেসের দীর্ঘমেয়াদী অবনমন ঢাকা পড়েছিল ২০০৪ এবং ২০০৯সালের লোকসভা ভোটের সাফল্যে, তা ফের সামনে চলে এলো। দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের বিপর্যয়কর রেকর্ডের পরিণতিতে জন অসন্তোষ তৈরি হয় এবং কংগ্রেসের সমর্থনের ভিত্তি ধসিয়ে দেয়। কংগ্রেসের গৃহীত নয়া উদারবাদী নীতি এবং দুর্নীতির মিশেলই এর জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী। লোকসভা ভোটের পরাজয়ের পরের পরিস্থিতি থেকে কংগ্রেস এখনও বেরিয়ে আসতে পারেনি তা স্পষ্ট হয়েছে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড ,জম্মু-কাশ্মীর এবং দিল্লির নির্বাচনে তাদের পরাজয় থেকে। নতুন নেতৃত্ব স্থির করার ক্ষেত্রেও সংকটে রয়েছে কংগ্রেস।

আঞ্চলিক দলসমূহ

২.৪৯ গত দেড় দশকে আঞ্চলিক দলগুলির পরিবর্তিত ভূমিকা নজরে রেখেছে সি পি আই (এম)। শ্রেণীগত প্রশ্নে আঞ্চলিক দলগুলি তাদের এলাকার বুর্জোয়াদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটায়। যা তাদের মোটামুটি নয়া-উদারবাদী নীতিসমূহ মেনে চলতে বাধ্য করে। এছাড়াও, সুযোগসন্ধানী এবং দোদুল্যমান অবস্থান নেয় আঞ্চলিক দলগুলি। নিজ রাজ্যে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ অনুযায়ী কংগ্রেস বা বি জে পি কে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। তেলুগু দেশম পার্টি এবং লোকজনশক্তি পার্টি লোকসভা ভোটের আগে বি জে পি'র সঙ্গে আঁতাত করে। এন সি পি মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে ছিল, রাজ্য বিধানসভা ভোটের পর অবস্থান পালটে বি জে পি'র সঙ্গে যাবার প্রস্তাব দিচ্ছিল।

২.৫০ এ আই এ ডি এম কে এবং বি জে ডি স্বতন্ত্রভাবে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ও ভালো ফল করেছে। যদিও তারা পরবর্তীকালে ক্রমে বি জে পি সরকারের পক্ষেই অবস্থান নিচ্ছে। ওডিশায় বি জে ডি এবং তামিলনাড়ুতে এ আই এ ডি এম কে সরকার নয়া উদারনীতি কার্যকরী করছে। তামিলনাডুতে এ আই এ ডি এম কে এবং ডি এম কে উভয় দলই দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছে। দুই দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধেই অভিযোগ রয়েছে। সমাজবাদী পার্টি, বি এস পি, জে ডি (ইউ) যখন সরকারে থাকে তখন মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিগুলিই রূপায়ণ করে।

২.৫১ আঞ্চলিক দলগুলি পরিচালিত রাজ্য সরকারের জনবিরোধী এবং শ্রমিক বিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করা জরুরী। শক্তিশালী আঞ্চলিক দলগুলির বুর্জোয়া মতবাদ এবং রাজনীতির বিরুদ্ধেও রাজনৈতিক প্রচার জরুরী, যাতে তাদের সঙ্গে থাকা মানুষকেও জয় করে আনা যায়।

২.৫২ পূর্বতন জনতা দল ভেঙে তৈরি হওয়া দলগুলি ঘোষণা করেছে তারা ঐক্যবদ্ধ হবে। সমাজবাদী পার্টি, আর জে ডি, জনতা দল (ইউ), জনতা দল (এস), আই এন এল ডি এবং এস জে পি একটি দলে মিশে যাচ্ছে। যদি সেটা সম্ভব হয়, তাহলে উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং উত্তর ভারতের কিছু এলাকায় তা কার্যকরী শক্তি হিসেবে উঠে আসবে। যাই হোক, তারা গণতান্ত্রিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়বস্তু নিয়ে কোনো সুসংহত কর্মসূচী হাজির করছে কিনা তা দেখতে হবে।

২.৫৩ মুসলিম সম্প্রদায়কে ভিত্তি করে তৈরি হওয়া দলগুলি তৎপর, কিছু এলাকায় তারা অগ্রগতিও ঘটিয়েছে। অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফোরাম (এ আই ইউ ডি

এফ) আসামে প্রভাব তৈরি করেছে এবং রাজ্য বিধানসভায় তারাই প্রধান বিরোধী দল। অন্য রাজ্যেও তারা প্রভাব বাড়াতে চাইছে যদিও খুব বেশি সাফল্য পায়নি। মজলিস ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিম (এম আই এম) হায়দরাবাদে প্রতিষ্ঠিত ছিলো, এখন তারা পরিধি বাড়াচ্ছে। ২০১৪সালে মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে তারা দুটি আসনে জিতেছে, আরো তিনটিতে দ্বিতীয় স্থানে থেকেছে। এদের উগ্র বাগাড়ম্বর মুসলিম যুবকদের একাংশকে আকৃষ্ট করছে। উগ্রপন্থী পপুলার ফ্রন্ট সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া তৈরি করেছে। দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে তারা বাড়বার চেষ্টা করছে। সংখ্যালঘুদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ বুর্জোয়া দলগুলি সম্পর্কে তীব্র অসন্তোষ থাকায় কিছু এলাকায় এরা সমর্থন যোগাড় করতে পারছে।

২.৫৪ গত পার্টি কংগ্রেসের পর থেকে একটি নতুন রাজনৈতিক দল তৈরি হয়েছে– আম আদমি পার্টি। আন্না হাজারের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন থেকে এই দলটির উৎপত্তি হয়েছে। ২০১৪-র ডিসেম্বরে দিল্লির বিধানসভা ভোটে এবং পরে পাঞ্জাবে লোকসভা নির্বাচনে তারা অন্যতম প্রধান দল হিসাবে সামনে আসে। দিল্লিতে ২০১৫-র ফেব্রুয়ারির বিধানসভা নির্বাচনে আপ নজিরবিহীন ভাবে ৭০আসনের ৬৭টিতেই জয়ী হয়। মধ্যবিত্ত, শহরের দরিদ্র এবং তরুণ প্রজন্মের কাছে আপ আকর্ষণ তৈরি করেছে, বিশেষত দিল্লিতে। তবে, জনপ্রিয় বিষয় নিয়ে আন্দোলন করা ছাড়া স্পষ্ট কোনো কর্মসূচী এবং নীতি আপ হাজির করেনি।

গণ সংগ্রাম ও গণ আন্দোলন

২.৫৫ খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে সি পি আই (এম) এবং বামপন্থী দলগুলি ধারাবাহিক আন্দোলন করেছে। ব্লক স্তর থেকে শুরু করে ২০১২ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে দিল্লিতে পাঁচ দিনের গণধরনা হয়েছে। লাগাতার গণ অবস্থান হয়েছে সেপ্টেম্বর মাসে। সর্বজনীন গণবন্টন ব্যবস্থার দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ হয়েছে, সাড়ে তিন কোটি স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়েছে। খুচরো ব্যবসায় প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বিলগ্নীর বিরুদ্ধে সি পি আই (এম) এবং অন্য বামপন্থী দলগুলির উদ্যোগে অ-কংগ্রেসী ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিকে নিয়ে বিরোধিতায় নামা হয়েছে। ২০১২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর দেশজোড়া ধর্মঘট ও প্রতিবাদ হয়েছে। যা অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিবাদে পরিণত হয়। ২০১২ সালের ৩০শে অক্টোবর মহিলাদের উপর হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস হিসেবে পালন করে সি পি আই (এম)। দেশজুড়ে মহিলাদের উপর হিংসা বন্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়।

২.৫৬ এই সময়ের মধ্যে সি পি আই (এম) সবথেকে বড় গণ প্রচার কর্মসূচী গ্রহণ করে 'সংঘর্ষ সন্দেশ' জাঠার মাধ্যমে। ২০১৩ সালের এই কর্মসূচীতে চারটি জাঠা ১১হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। ১৯শে মার্চ বিশাল সমাবেশের মধ্য দিয়ে জাঠার সমাপ্তি ঘটে। সমাবেশ থেকে ১৫-৩১শে মে পর্যন্ত ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে গণঅবস্থানের ডাক দেওয়া হয়। বামপন্থী দলগুলি জুলাই মাসে বিকল্প নীতি তুলে ধরতে ২০১৩ সালের জুলাই মাসে একটি কনভেনশন করে। এই মঞ্চকে জনপ্রিয় করে তুলতে বিভিন্ন রাজ্যে সমাবেশ হয়।

২.৫৭ আগামী দিনে পার্টির ও গণ ফ্রন্টের নেতৃত্বে গণ সংগ্রাম ও গণ আন্দোলন গড়ে তোলার উপর জোর দিতে হবে। বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এবং নীতি যা বিভিন্ন অংশের মানুষকে প্রভাবিত করছে তা নিয়ে সংগ্রাম ও আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শক্তিশালী গণ ও শ্রেণী সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব হলেই একমাত্র পার্টি অগ্রসর হবে এবং বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি শক্তিশালী হবে।

২.৫৮ গণ আন্দোলন ও শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক, খেতমজুর, মহিলা, ছাত্র, যুব, আদিবাসী এবং দলিত শ্রেণী ও গণ সংগঠনগুলির বিকাশ নয়া উদারনীতি, সাম্প্রদায়িকতা এবং সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়োজন। গণ ও শ্রেণী সংগঠনগুলির সম্প্রসারণ এবং জনগণের মধ্যে তাদের প্রভাবই জনগণের মধ্যে পার্টির স্বতন্ত্র শক্তির বিকাশ, বামপন্থীদের এবং গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশের চাবিকাঠি।

শ্রমিক শ্রেণী

২.৫৯ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং জাতীয় ফেডারেশনগুলির যৌথ মঞ্চের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন যার ফলে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ২ দিনের ঐতিহাসিক ধর্মঘট হয়েছে, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। মোদী সরকারের শ্রম আইন সংশোধন এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে এই যৌথ সংগ্রাম চালাতে হবে। দু'দিনের কয়লা খনি ধর্মঘটও এই ঐক্যেরই ফসল।

২.৬০ শ্রমিকশ্রেণীর ফ্রন্টকে প্রধান শিল্পক্ষেত্র, নতুন ম্যানুফাকচারিং ইউনিট এবং প্রসারমান পরিষেবা ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করতে হবে। এই ফ্রন্টকে অসংগঠিত ক্ষেত্রে আন্দোলন তৈরি করতে হবে এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিপুল শ্রমজীবী অংশকে সংগঠিত করতে হবে। শ্রমজীবী মহিলাদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। শ্রমিক মহল্লায় ট্রেড ইউনিয়নকে সামাজিক , শিক্ষামূলক এবং সাংস্কৃতিক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে এবং সামাজিক বিষয়গুলিকে তুলে ধরতে হবে। পার্টিকেও আবাসিক এলাকায় শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কাজে নজর দিতে হবে এবং সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলির মোকাবিলায় কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

কৃষক

২.৬১ কৃষক ফ্রন্টের কাজের অভিমুখ হবে গরিব কৃষক, খেতমজুর, গ্রামীণ দরিদ্র অংশ। কৃষকদের বিভিন্ন অংশের মধ্য কৃষিসঙ্কটের বৈশিষ্টপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চল, বিভিন্ন শস্য, অঞ্চল এবং চাষের সময়ের ওপরে কৃষি সঙ্কটের পৃথক পৃথক প্রভাব রয়েছে। তা গণনার মধ্যে রাখতে হবে। জমিদার এবং ধনী অংশের তীব্র মতাদর্শগত প্রভাব রয়েছে। কৃষক-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে কৃষকদের সমবেত করার কাজে এগুলিকেও গণনার মধ্যে রেখেই এই অসুবিধা কাটিয়ে তুলতে হবে পরিকল্পিত এবং দৃঢ় সাংগঠনিক কাজের মাধ্যমে। এর জন্য সার্বিক ভূমি সংস্কার, নির্বিচার জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে, অরণ্যের অধিকার, রায়ত অধিকার, মুক্ত বাণিজ্য এবং নয়া-উদারবাদী নীতি রুখতে

লড়াই, কৃষিক্ষেত্রে কর্পোরেট আধিপত্য, জল, বীজ এবং জঙ্গল, লাভজনক দাম এবং ঋণের সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক স্লোগান এবং আন্দোলন তৈরি করতে হবে। নয়া উদারনীতির ফলে দুর্দশা বাড়ছে, এই অবস্থায় কৃষক জনসাধারণের ব্যাপক অংশকে এই নীতিগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

খেতমজুর

২.৬২ খেতমজুর ফ্রন্টকে কর্মসংস্থান এবং মজুরি, এম জি এন রেগা, অভিবাসী শ্রমিক, জমি, জঙ্গলের জমি, মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্য সুরক্ষা, বাড়ির জন্য জায়গা, সামাজিক সুরক্ষা, জাতপাতের নামে বৈষম্যের বিরুদ্ধে, মহিলা খেত মজুরদের বিষয়, মজুরির জন্য সুসংহত কেন্দ্রীয় আইন এবং খেতমজুরদের জন্য সামাজিক সুরক্ষার বন্দোবস্তের দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। আগামী দিনে অধিকাংশ রাজ্যে শক্তিশালী খেতমজুর আন্দোলন গড়ে তুলতে এই বিষয়গুলিকে তুলে ধরতে হবে। গ্রামীণ এলাকায় খেতমজুরদের কাজের ধারার দৃশ্যতই পরিবর্তন হচ্ছে। তা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে গ্রামীণ শ্রমজীবীদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলতে সেই অনুযায়ী কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

মহিলা

২.৬৩ মহিলা ও শিশুদের উপর যৌন হিংসার ভয়াবহ হারে বৃদ্ধি ঘটেছে। ফলে তা দাবি করছে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রচেষ্টার যা ব্যাপক ভিত্তিক প্রতিরোধ গড়ে তুলবে মহিলা সংগঠনগুলি, অন্য গণ সংগঠনগুলি ও গ্রুপগুলির যৌথ কর্মসূচীর মাধ্যমে। মহিলাদের মধ্যে হিন্দুত্ববাদী শক্তি যে সাম্প্রদায়িক এবং নারী বিদ্বেষী মতাদর্শের প্রচার এবং চর্চা করছে তার মোকাবিলা করা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে সামনে এসেছে। নয়া উদারনীতির ফলে মহিলাদের বিশেষত দরিদ্রতম অংশের মহিলাদের জীবন-জীবিকার উপর যে নির্দিষ্ট প্রভাব পড়ছে তার বিরুদ্ধে যে লড়াই সেই লড়াইয়ের সঙ্গেই একসঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও লড়তে হবে। মহিলাদের উপর হিংসার ঘটনা কদর্য রূপ নিয়েছে। আগামী দিনে মহিলাদের উপর হিংসার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরো তীব্র করতে হবে মহিলা সংগঠনকে। শহর এলাকায় বিপুল অংশের তরুণীদের কাছে পৌঁছানোর পথও বের করতে হবে, এই অংশই যৌন নির্যাতন এবং হেনস্তার লক্ষ্যবস্তু। সমস্ত সম্প্রদায় ও ধর্মের মধ্যে সামাজিক সংস্কারের উদ্যোগ নিতে বিশেষ জোর দিতে হবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সহযোগিতা নিয়ে আইনসভায় ৩৩শতাংশ সংরক্ষণের দাবিতে লড়াই অব্যাহত রাখতে হবে।

যুব

২.৬৪ বেকারী, অগ্রসর হওয়ার সুযোগের অপ্রতুলতা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সুযোগের অভাব এবং যুবকদের বিরাজনীতিকরণের পরিকল্পিত প্রচেষ্টার প্রশ্নগুলিকে নিয়ে যুব আন্দোলনকে বিকশি্ হতে হবে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে

যুব ফ্রন্টকে সামনে এগিয়ে আসতে হবে যা যুবদের গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করবে। সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে প্রচারকে বৃদ্ধির এটি অংশ।

ছাত্র

২.৬৫ দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের সময়ে ছাত্র ফ্রন্ট শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ এবং কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। বি জে পি সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকীকরণের পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ না বাড়িয়ে, বাণিজ্যিকীকরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ এবং সাম্প্রদায়িকীকরণের বিরুদ্ধেই ছাত্র আন্দোলনের মূল জোর দিতে হবে। ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতেও লড়াই করতে হবে। এই সব বিষয়ে ব্যাপকভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্রমশ বাড়ছে, এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেও ছাত্রদের আন্দোলনে নিয়ে আসা এবং সংগঠন গড়ে তোলার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

আদিবাসী

২.৬৬ আদিবাসীদের জন্য একটি পৃথক মঞ্চ গঠন বিভিন্ন রাজ্যে আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করার প্রেরণা তৈরি করেছে। অরণ্যের অধিকার আইন কার্যকরী করা, উচ্ছেদ, শিক্ষার অধিকার, অপ্রধান বনজ সম্পদের উপর আদিবাসীদের অধিকার এবং আদিবাসী মহিলাদের নিরাপত্তার অধিকারের মত বিষয়গুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। স্থানীয় সংগ্রামকে আরো জোরদার করে এবং সংগঠন তৈরি করে এই কাজকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পেসা ও পঞ্চম তফসিলে আদিবাসীদের জমির অধিকারের সুরক্ষার বিষয়কে তুলে ধরতে হবে। আদিবাসী হিসাবে শংসাপত্র এবং কিছু সম্প্রদায়কে আদিবাসী তালিকাভুক্তির সমস্যাও রয়েছে, তা-ও তুলে ধরতে হবে। শ্রেণী অভিমুখ থেকে আদিবাসী সংক্রান্ত বিষয়কে অবশ্যই সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। তাহলেই আদিবাসী এলাকায় আর এস এস-র অভিযান মোকাবিলায় তা কার্যকরী হবে।

দলিত

২.৬৭ জাতপাতের নামে দলিতদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এবং জাতপাতের নামে বৈষম্যের অন্যান্য পন্থার বিরুদ্ধে লড়াই; দলিত মহিলাদের ওপরে নিপীড়ন ও যৌন আক্রমণ, দলিতদের জন্য সংরক্ষণ এবং অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য লড়াই; বেসরকারী ক্ষেত্রে দলিতদের জন্য সংরক্ষণ, আইনি ভিত্তিতে এস সি/ এস টি সাব-প্ল্যান/ বিশেষ সহায়তাকারী প্ল্যান প্রয়োগ করা এবং জাতপাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সার্বিক লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। দলিত মঞ্চ গঠন দলিত মুক্তি আন্দোলনকে প্রেরণা দেবে।

রাজনৈতিক লাইন

২.৬৮ বি জে পি এবং মোদী সরকারের নীতিগুলির বিরুদ্ধে পার্টিকে লড়াই করতে হবে। পার্টির সামনে এটাই প্রধান কর্তব্য। এরজন্য মোদী সরকারের অর্থনৈতিক নীতি এবং এর হিন্দুত্বভিত্তিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিগুলির সমন্বিত বিরোধিতা প্রয়োজন। বি জে পি-আর এস এস জোটের বিরুদ্ধে পার্টিকে রাজনৈতিক-মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালিত করতে হবে। কিন্তু, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই কখনও বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালনা করা যায় না। নয়া-উদারবাদী নীতিগুলির বিরুদ্ধে এবং সাধারণ মানুষের জীবনজীবিকা রক্ষার সপক্ষে সংগ্রামের সঙ্গে এই লড়াইকে যুক্ত করতে হবে।

২.৬৯ যদিও এই সংগ্রামের মূল অভিমুখ বি জে পি-র বিরুদ্ধে, একই সঙ্গে পার্টি কংগ্রেসের প্রতি বিরোধিতা অব্যাহত রাখবে। এই দল নয়া-উদারবাদী নীতিকেই অনুসরণ করে চলেছে এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে চলা ইউ পি এ সরকারের জনবিরোধী নীতি এবং বিপুল দুর্নীতিই বি জে পি-কে জনসমর্থন সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছে। পার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো বোঝাপড়া বা নির্বাচনী জোটে যাবে না।

২.৭০ নয়া-উদারবাদী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে আঞ্চলিক দলগুলি পরিচালিত সরকারসহ যে রাজ্য সরকারগুলি এই ধরনের নীতি অনুসরণ করে চলেছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা জরুরী। বাম এবং গণতান্ত্রিক মঞ্চে শ্রমজীবী জনগণকে সমবেত এবং সংগঠিত করতে গেলে বুর্জোয়া-ভূস্বামী রাজনীতি এবং আঞ্চলিক দলগুলির নীতির রাজনৈতিক বিরোধিতা করাও প্রয়োজনীয়।

২.৭১ পার্টির প্রাথমিক নজর হবে নিজেদের স্বাধীন শক্তি তৈরি করা এবং আরও শক্তিশালী করা। একইসঙ্গে, অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি এবং অ-কংগ্রেসী ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিকে নিয়ে জনসাধারণের দাবিগুলিতে, জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও রাজ্যগুলির অধিকার রক্ষা করতে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য পার্টি কঠোরভাবে চেষ্টা করে যাবে। পার্টির স্বাধীন শক্তিকে যদি প্রসারিত করতে হয় তবে গণ-আন্দোলনের যৌথ মঞ্চ ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম জরুরী। শ্রেণীসংগঠন ও গণসংগঠনগুলির ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী কংগ্রেস, বি জে পি এবং অন্যান্য বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির অনুসারী জনসাধারণকে টেনে আনার চেষ্টা করবে।

২.৭২ বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সমবেত করার লক্ষ্যে পার্টি সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাবে যাতে ধাপে ধাপে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলা যায়। একমাত্র ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম এবং যৌথ আন্দোলনের প্রক্রিয়া গড়ে তোলার মধ্যে দিয়েই এটা সম্ভব হতে পারে। পার্টির নিজেকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য এবং বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সমবেত করতে যাতে সাহায্য করে, এমনভাবে পার্টির নির্বাচনী রণকৌশল পরিচালিত করতে হবে।

বাম ঐক্য এবং আন্দোলন

২.৭৩ বাম ঐক্য গড়ে তোলার প্রক্রিয়া এখনও পর্যন্ত জাতীয় স্তরে সি পি আই (এম), সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি–এই ৪টি দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকে বাম ঐক্যকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করার ওপর জোর দেওয়া হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সি পি আই (এম এল)-লিবারেশন এবং এস ইউ সি আই (সি)-সহ ৬টি বামপন্থী দল একসঙ্গে ডিসেম্বর, ২০১৪ থেকে ৯দফা দাবিসনদ নিয়ে যৌথ প্রচার শুরু করেছে। রাজ্যগুলিতেও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মঞ্চ তৈরি হয়েছে। পাঞ্জাবে সেপ্টেম্বর, ২০১৪ থেকে ৪টি বামপন্থী দল–সি পি আই (এম), সি পি আই, সি পি আই (এম এল)-লিবারেশন এবং সি পি এম(পাঞ্জাব) একটি দাবিসনদের ভিত্তিতে একসাথে এসেছে এবং যৌথ আন্দোলন শুরু করেছে।

২.৭৪ পশ্চিমবঙ্গে ১৭টি বামপন্থী দল এবং গোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যৌথ কর্মসূচীতে একসাথে নেমেছে। তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্র প্রদেশে ১১টি বামপন্থী দল একসঙ্গে কাজ করছে। মহারাষ্ট্রে, সাম্প্রতিক নির্বাচনে, পেজান্টস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টি আবার সি পি আই (এম) এবং সি পি আই-র সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিকে একত্রিত করে বাম ঐক্যকে প্রসারিত করা এবং বৃহত্তর বাম মঞ্চ গড়ে তোলার কাজকে অবশ্যই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বামপন্থীদের ঘাঁটিগুলি

২.৭৫ পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় নির্বাচনী বিপর্যয়ের ফলে এবং অন্য কোনও রাজ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হওয়ায় জাতীয় স্তরে পার্টি এবং বামপন্থীদের দুর্বল অবস্থানের কথা ২০তম কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। তখন থেকে এই সময়কালে, পার্টি বিশেষ করে তিনটি শক্তিশালী রাজ্যের ক্ষেত্রে, এই পরিস্থিতি অতিক্রম করতে চেয়েছে।

২.৭৬ পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম) এবং বামপন্থীদের ওপর সমন্বিত হিংসা ও আক্রমণ এখনো চলছে, যা ২০০৯ সাল থেকে শুরু হয়েছে। আক্রমণের মাত্রা ও ব্যাপকতা সত্তর দশককের হিংসা ও সন্ত্রাসকেও ছাপিয়ে গেছে। গত তিন বছরে, পার্টির কার্যকলাপকে অবদমিত করে রাখা এবং কর্মীদের সন্ত্রস্ত করার জন্য বারেবারে আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে, ২০১৩সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন চলাকালীন ও তার পরে এবং ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে হিংসায় যা দেখা গেলো। পার্টি কর্মী, সমর্থক, এমনকি যাঁরা পার্টিকে ভোট দিয়েছেন, তাঁদেরকেও এই ধারাবাহিক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। অনেক এলাকায় মহিলাদের এই হিংসার শিকার হতে হয়েছে এবং তাঁরা সাহসিকতার সঙ্গে আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করেছেন। রাজ্য প্রশাসনকে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করে পার্টির কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। তৃণমূল নেতা এবং সাংসদরা হিংসা, ধর্ষণ এবং খুন করার উস্কানি দিয়ে বক্তৃতা

দিয়েছেন। ২০১১সালের মে মাসে বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে ১৬৩জন পার্টি সদস্য ও সমর্থক খুন হয়েছেন।

২.৭৭ তৃণমূল সরকারের অপশাসন, সারদা কেলেঙ্কারি এবং তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের এতে জড়িত থাকা, শ্রমিক শ্রেণী এবং কৃষকদের দুর্দশা আরও তীব্র হওয়া, মহিলাদের ওপর অপরাধ, লুট ও তোলাবাজি ব্যাপক আকার ধারণ করার ঘটনা এখন রাজ্য পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তৃণমূলের সুবিধাবাদী রাজনীতি এবং ফ্যাসিস্তসুলভ কার্যকলাপ বি জে পি-র ফয়দা লাভের ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য পার্টি কাজ করে চলেছে। পার্টি গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য প্রচার করছে, জীবন-জীবিকা এবং অর্থনৈতিক সমস্যার দাবি-দাওয়া নিয়ে জনসাধারণকে সমবেত করে সংগ্রাম সংগঠিত করছে। সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থিত বিপদকে মোকাবিলা করা এবং এর বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে পার্টি। এই প্রচার এবং আন্দোলন জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান সমর্থন লাভ করছে।

২.৭৮ কেরালায়, পার্টি এবং বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এল ডি এফ), ইউ ডি এফ সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করে চলেছে। এই সময়কালে বিভিন্ন গণ-আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, যারমধ্যে সোলার প্যানেল কেলেঙ্কারিতে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে দু'দিন ধরে কয়েক লক্ষ মানুষের সচিবালয় অবরোধ উল্লেখযোগ্য। পার্টি এবং এল ডি এফ, মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং অর্থমন্ত্রীর বার থেকে উৎকোচ নেবার মতো মন্ত্রিসভার সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগগুলি নিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছে। গত লোকসভা নির্বাচনে এল ডি এফ তাদের অবস্থান উন্নত করতে পেরেছে, যদিও আর এস পি-র ফ্রন্ট ছেড়ে যাওয়া একটা বিপর্যয়। এল ডি এফ-কে শক্তিশালী করে তোলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২.৭৯ গত পার্টি কংগ্রেসের পরবর্তী সময় থেকে ত্রিপুরাই একমাত্র রাজ্য যেখানে পার্টি এবং বামপন্থীদের ভিত্তি প্রসারিত হয়েছে। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট পরপর পঞ্চমবার নির্ণায়কভাবে জয়লাভ করেছে। প্রদত্ত ভোটের ৫২.৩ শতাংশ পেয়ে বামফ্রন্ট মোট ৬০টি আসনের মধ্যে ৫০টিতে জয়ী হয়েছে। ২০১৪ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে পার্টি বিপুলভাবে জয়লাভ করেছে। বামফ্রন্ট ৯৫শতাংশের বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৯৮.৩ শতাংশ পঞ্চায়েত সমিতি এবং ৯৯শতাংশ জেলা পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। ২০১৪সালের লোকসভা নির্বাচনে দুটি আসনেই ৬৪.৪শতাংশ ভোট পেয়ে বিপুল ব্যবধানে সি পি আই (এম) জয়ী হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের ভালো কাজ এবং সমস্ত রাজনৈতিক ও জনসাধারণের ইস্যুতে পার্টির হস্তক্ষেপ পার্টির প্রভাবকে প্রসারিত করতে সাহায্য করেছে। একে সংহত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে হবে। কেন্দ্রের বি জে পি সরকারের আক্রমণ থেকে বামফ্রন্ট সরকারকে রক্ষা করার বিষয়ে নজর রাখতে হবে।

পার্টিকে শক্তিশালী ও প্রসারিত কর

২.৮০ ২০তম কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছিল: ''বর্তমান পরিস্থিতিতে, যখন বামপন্থীরা গুরুতর নির্বাচনী বিপর্যয়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত, এবং যখন পশ্চিমবঙ্গে, সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটিতে, পার্টি আক্রমণের মুখে, তখন অন্যান্য রাজ্যে পার্টির প্রভাব ও ভিত্তিকে প্রসারিত করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজ সম্পাদন করতে গেলে পার্টির স্বাধীন ভূমিকাকে শক্তিশালী ও প্রসারিত করা জরুরী। পার্টির অগ্রগতির ক্ষেত্রে এটাই মৌলিক বিষয়। জনসাধারণকে সক্রিয় করতে এবং মানুষের চেতনাকে আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার মতো উন্নীত করতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলিতে পার্টির স্বাধীন কার্যক্রম জরুরী। ব্যাপকভিত্তিক গণ-আন্দোলনের জন্য গণসংগঠনগুলিকে মানুষকে সংগঠিত করা এবং সমবেত করার স্বাধীন মঞ্চে পরিণত করতে হবে, যা জনসাধারণকে তাদের পরিধির বাইরে টেনে আনবে।'' (অনুচ্ছেদ ২.১৪০)

২.৮১ এটা এখনো প্রযোজ্য এবং বিশেষ করে ২০১৪সালের লোকসভা নির্বাচনের পরে বর্তমান পরিস্থিতির ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। সংসদের আমাদের হ্রাসপ্রাপ্ত শক্তির প্রেক্ষাপটে এবং পার্টির গণভিত্তি দুর্বল হয়ে যাওয়ায়, পার্টির স্বাধীন ভূমিকাকে প্রসারিত করা এবং শক্তি ও গণভিত্তিকে উন্নত করা চরমভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শ্রেণী এবং গণ-আন্দোলন গড়ে তোলায় পার্টিকে জোর দিতে হবে। স্থানীয় বিষয়গুলি নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তুলে তাকে নয়া-উদারবাদী নীতিগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

২.৮২ পার্টি শ্রেণী ও গণসংগঠনগুলিকে এমনভাবে নেতৃত্ব দেবে যাতে সেগুলি স্বাধীন কর্মধারার উন্নতি ঘটিয়ে ব্যাপক-ভিত্তিক আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারে।

২.৮৩ সি পি আই (এম)-র রাজনৈতিক লাইন এবং বাম ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর মাধ্যমে বুর্জোয়া-ভূস্বামী দলগুলির রাজনীতি এবং ভাবাদর্শকে মোকাবিলা করার বলিষ্ঠ উদ্যোগ নিতে হবে। পার্টিকে অবশ্যই সামাজিক বিষয়গুলিকে হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

২.৮৪ পার্টিকে অবশ্যই কর্মীবাহিনীকে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা এবং শাসক শ্রেণীর রাজনীতি ও ভাবাদর্শকে মোকাবিলা করার জন্য রাজনৈতিক ও মতাদর্শগতভাবে দক্ষ করে তুলতে হবে।

২.৮৫ জঙ্গী সংগ্রাম পরিচালিত করার সামর্থ্য অর্জন এবং রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত কর্তব্য পালনের জন্য পার্টি সংগঠনকে পুনর্গঠিত করতে হবে এবং পরিস্থিতির উপযোগী হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

বাম এবং গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট

২.৮৬ বাম এবং গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বি জে পি, কংগ্রেস এবং অন্যান্য বুর্জোয়া-ভূস্বামীদের শক্তিগুলির প্রকৃত বিকল্প। জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টে যে শ্রেণীগুলিকে সমবেত করতে হবে,

সেই শ্রেণীগুলি এর অংশীভূত। অতএব, এটা নির্বাচনী আঁতাত অথবা সরকার গঠনের জন্য নিছক একটি ফ্রন্ট নয়, বরং একে অবশ্যই শ্রমিক শ্রেণী, কৃষকসমাজ, খেতমজুর, মধ্যবিত্ত, কারিগর, ছোট দোকানদার, ব্যবসায়ী এবং এরকম অন্যান্যদের সমস্ত সংগ্রামী অংশের প্রতিনিধিত্বকারী একটি ফ্রন্ট হিসাবে উত্থিত হতে হবে।

২.৮৭ বর্তমানে, এই বাম এবং গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কেন্দ্র হিসাবে বাম দলগুলি এবং তাদের শ্রেণী ও গণসংগঠনগুলি; বামপন্থী গোষ্ঠীগুলি এবং বুদ্ধিজীবীরা; বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সমাজতন্ত্রীরা এবং ধর্মনিরপেক্ষ বুর্জোয়া দলগুলির মধ্যে গণতান্ত্রিক অংশ; আদিবাসী, দলিত, মহিলা ও সংখ্যালঘুদের গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলি এবং নিপীড়িত অংশের বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করা সামাজিক আন্দোলনগুলিকে টেনে আনা যেতে পারে। এই সমস্ত শক্তিগুলিকে একটি কর্মসূচীর ভিত্তিতে, যে কর্মসূচী হবে সুস্পষ্ট এবং বুর্জোয়া-ভূস্বামী দলগুলির নীতিসমূহের বিরোধী, একটি যৌথ মঞ্চে টেনে আনা গেলেই একমাত্র বাম এবং গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে একটি সুনির্দিষ্ট আকার দেওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া যাবে। একটি অভিন্ন দাবি সনদ নিয়ে এই সমস্ত শ্রেণী এবং গণসংগঠনগুলিকে একটি অভিন্ন মঞ্চে সমবেত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গড়ে তুলতে হবে। শ্রমিক-কৃষকের যৌথ সংগ্রামের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

২.৮৮ বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলার সংগ্রাম বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্নভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিভিন্ন ধরণের বাম এবং গণতান্ত্রিক জোট রাজ্যগুলিতে গড়ে উঠতে পারে, এবং সর্বভারতীয় স্তরে এগুলি বাম এবং গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করতেই সহায়তা করবে। পার্টির গৃহীত সমস্ত কৌশলের অভিমুখ থাকবে একটি শক্তিশালী বাম এবং গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে বাস্তবায়িত করা।

বাম এবং গণতান্ত্রিক কর্মসূচী

২.৮৯ বাম এবং গণতান্ত্রিক কর্মসূচী হলো বুর্জোয়া-ভূস্বামী নয়া-উদারবাদী কাঠামোর বিকল্প নীতিসমূহ দ্বারা সন্নিবিষ্ট একটি কর্মসূচী, যাতে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকসমাজ, কৃষি শ্রমিক, গ্রামীণ শ্রমিক, দোকানদার, কারিগর, মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবীদের আশু দাবিগুলি যুক্ত থাকবে। এই কর্মসূচীতে থাকা দাবি ও বিষয়গুলি বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির রাজনৈতিক প্রচার, সংগ্রাম এবং গণ-আন্দোলনের ভিত্তি হতে পারে।

২.৯০ এই কর্মসূচীতে অবশ্যই থাকতে হবে:

ক) বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেও এমন একটি উন্নয়নের পথ নেওয়া যা স্বয়ম্ভর অর্থনীতিকে উৎসাহিত করবে, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটাবে, কর্মসংস্থানকে সর্বোচ্চ করবে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যকে প্রশমিত করবে। বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে পরিকল্পিত উন্নয়নের পথ গ্রহণ।

খ) ব্যাপক ভূমি-সংস্কার এবং কৃষি সম্পর্কের গণতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটানোর জন্য; সমবায় কৃষি ও বিপণনের উন্নয়ন ঘটাতে।

গ) একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ, মৌলিক শিল্প ও পরিষেবাগুলিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করা, সম্পদের পুনর্বন্টন ঘটাতে কোষাগারীয় ও কর ব্যবস্থা। কালো টাকা মোকাবিলায় কড়া ব্যবস্থা ও সমস্ত স্তরে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা।

ঘ) সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার যে মৌলিক নীতি নিহিত আছে, সেই অনুযায়ী ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক করা। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস ঘটাতে একটি গণতান্ত্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলা।

ঙ) **শ্রমিক শ্রেণী:** শ্রমিকদের ন্যুনতম বিধিবদ্ধ বেতন কমপক্ষে মাসিক ১৫হাজার টাকা সুনিশ্চিত করা এবং ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচকের সঙ্গে বেতনকে যুক্ত করতে হবে; গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়নগুলির স্বীকৃতি সুনিশ্চিত করা; সামাজিক নিরাপত্তা এবং পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণে নিশ্চয়তা দেওয়া। চাকরির ঠিকাকরণের অবসান।

চ) **কৃষক:** কৃষির কার্যকারিতা ও চাষকে লাভজনক করে তোলা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ। বাণিজ্যিক অকৃষি উদ্দেশ্যে জোর করে, নির্বিচারে কৃষিজমিকে অধিগ্রহণ থেকে সুরক্ষিত রাখা। কর্পোরেট কৃষি ও বেসরকারীকরণকে নিষিদ্ধ করা।

ছ) **কৃষি শ্রমিক:** কৃষি শ্রমিকদের মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন। গ্রামীণ শ্রমিকদের বাড়ির জন্য জমি এবং আবাসনের ব্যবস্থা।

জ) **শিক্ষা ও ছাত্র:** শিক্ষাখাতে সরকারী বরাদ্দ জি ডি পি-র ৬শতাংশ করতে হবে; মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা; গুণগত ও প্রসার, উভয় দিক থেকে সরকারী শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা; বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ফিজ্ এবং পাঠ্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা।

ঝ) **যুব:** কাজের অধিকার সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসাবে থাকবে; যুবসমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক এবং দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন পরিষেবার ব্যবস্থা থাকবে।

ঞ) **স্বাস্থ্য:** স্বাস্থ্যখাতে সরকারী বরাদ্দ কমপক্ষে জি ডি পি-র ৫শতাংশে উন্নীত করতে হবে; সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও প্রসারিত করতে হবে; বেসরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলিকে তদারকি করতে হবে; খরচসাপেক্ষে দাম নির্ণয় সূত্র গ্রহণ করে অত্যাবশ্যকীয় ওযুধগুলির মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

(ট) **পরিবেশ:** শক্তি উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং তার প্রায়োগিক ক্ষেত্রগুলিতে কার্যকরী নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে গ্রিনহাউস গ্যাসের দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনতে হবে। বাড়াতে হবে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার, উৎপাদন। একইসঙ্গে শক্তির বৈষম্যও কমাতে হবে। নদী ও অন্যান্য জলাধারে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জলসম্পদের বেসরকারীকরণ করা চলবে না।

(ঠ) **জনকল্যাণ:** খাদ্যশস্যসহ যাবতীয় নিত্য জরুরী পণ্যের সার্বজনীন গণবন্টন ব্যবস্থা চালু ও শক্তিশালী করতে হবে। পেনশনের সার্বজনীন সুবিধা চালু করা, প্রবীণ মানুষদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা, নিরাপদ পানীয় জল ও

শৌচাগারের বন্দোবস্ত করা এবং শহরের গরিব মানুষের জন্য আবাসন গড়ে দিতে হবে। সুলভে গণ পরিবহনকে প্রসারিত করা।

(ড) **মহিলা:** সংসদে এবং রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করতে হবে। মহিলা ও শিশুদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করতে নিয়ন্ত্রণমূলক কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। সম কাজে সম মজুরি নিশ্চিত করা।

(ঢ) **দলিত:** জাতপাত প্রথা নির্মূল করতে হবে। বিশেষত তপসিলী জাতিভুক্ত মানুষের ওপর নেমে আসা আক্রমণের প্রতিটি ক্ষেত্রে কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পিছিয়ে পড়া এই অংশের উন্নয়নের লক্ষ্যেই যাবতীয় শূণ্যপদগুলিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে। দলিত খ্রীস্টানদের তপসিলী জাতির স্বীকৃতি দিতে হবে। সংরক্ষণের সুযোগ থাকতে হবে বেসরকারী ক্ষেত্রেও।

(ণ) **আদিবাসী:** আদিবাসীদের জমির অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে। শুধু তাই নয়, বেআইনীভাবে তাঁদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া জমি ফিরিয়ে দিতে হবে তাদের হাতেই। কার্যকরী করতে হবে বনাঞ্চল অধিকার রক্ষা আইন। ক্ষুদ্র বনজ উৎপাদনের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য লাগু করতে হবে। আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করা।

(ত) **সংখ্যালঘু:** চাই সংখ্যালঘু সুরক্ষার অধিকার। মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র ও সামাজিক কল্যাণমূলক ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধা রাখতে হবে।

(থ) **শিশুদের অধিকার:** সমস্ত ধরনের শিশু শ্রম নিষিদ্ধ করতে হবে। ১-৬ বছরের শিশুদের জন্য আই সি ডি এস/ শিশুর যত্ন সার্বজনীন করতে হবে।

(দ) **প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্য :** অধিকারের ভিত্তিতে কাঠামো তৈরি করতে হবে, প্রতিবন্ধকতার জন্য কোনো সুযোগ বন্ধ নিষিদ্ধ করতে সংবিধান সংশোধন করতে হবে, সমান অধিকার এবং সমান সুযোগ তৈরি করে দেওয়া, সমস্ত সরকারী স্থানে বাধামুক্ত প্রবেশাধিকার।

(ধ) **গণতান্ত্রিক অধিকার ও নির্বাচনী সংস্কার :** আংশিক তালিকাসহ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব চালু করতে হবে, নির্বাচনী সরঞ্জামে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ, সামরিক বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল, বেআইনী কার্যকলাপ মোকাবিলা আইনের সংশোধন, ভারতীয় দণ্ডবিধির রাষ্ট্রদ্রোহিতা সংক্রান্ত ধারা অপসারণ, মৃত্যুদন্ড বাতিল।

(ন) **সংস্কৃতি ও গণমাধ্যম: গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে।** বাজার-নিয়ন্ত্রিত মূল্যবোধের কুপ্রভাব থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হবে। সাম্প্রদায়িক এবং পশ্চাদমুখী ধারণার মোকাবিলায় ধর্মনিরপেক্ষ সমন্বিত সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে। লোকশিল্প ও সংস্কৃতিকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সরকারী সম্প্রচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, মিডিয়ায় বিভিন্ন মাধ্যমে একই মালিকানার নিষেধাজ্ঞা, গণমাধ্যমের স্বাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠন।

২.৯১ কর্তব্যসমূহ

ক) দক্ষিণপন্থী আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই সার্বিকভাবে লড়াই করতে হবে। বি জে পি সরকারের অর্থনৈতিক নীতির নয়া-উদারবাদী অভিযানের অংশগুলির বলিষ্ঠভাবে বিরোধিতা করতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের বিভিন্ন অংশকে সংগঠিত ও সমবেত করে শ্রমজীবী জনগণের ওপর নয়া-উদারবাদী আক্রমণের সমস্তরকম বহির্প্রকাশের বিরোধিতা করতে হবে।

খ) সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাবাদর্শগত এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বি জে পি-আর এস এস জোটের হিন্দুত্ব এজেন্ডার বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে এবং মাটিতে দাঁড়িয়ে পার্টি এবং গণসংগঠনগুলিকে অবশ্যই লড়াই করতে হবে। সাম্প্রদায়িক বিপদ এবং ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধকে রক্ষার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ব্যাপকতম সমাবেশ ঘটাতে হবে।

গ) পার্টিকে ধারাবাহিকভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এজেন্ডাকে তুলে ধরতে হবে। এরমধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান স্ট্র্যাটেজিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপের কাছে শাসকশ্রেণীগুলির নতি স্বীকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সমবেত করা। বিশ্বজুড়ে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রতি সমর্থন প্রসারিত করা হবে।

ঘ) পার্টি অবশ্যই সামাজিকভাবে নিপীড়িত অংশ, দলিত, আদিবাসী এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থকে রক্ষা করার চেষ্টায় পদক্ষেপ নিয়ে যাবে। পার্টিকে মহিলাদের অধিকার রক্ষায় সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং নারীদের ওপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই সংগঠিত করতে হবে।

ঙ) দক্ষিণপন্থী ঝোঁকের পক্ষ থেকে যে স্বৈরতান্ত্রিক বিপদ নামিয়ে আনা হচ্ছে, গণতান্ত্রিক অধিকার ও শৈল্পিক স্বাধীনতা রক্ষায় এবং সংসদীয় গণতন্ত্রকে খর্ব করার বিরুদ্ধে, ব্যাপক সমাবেশ ঘটাতে হবে।

চ) পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ ও হিংসার থেকে পার্টি এবং বামপন্থীদের লড়াইয়ের সমর্থনে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় একটি সর্বভারতীয় প্রচারাভিযান গড়ে তুলতে হবে। বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির উচিত প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের একপেশে আক্রমণ থেকে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে রক্ষা করা।

ছ) স্বাধীন ভূমিকাকে প্রসারিত করতে এবং শক্তি ও জনভিত্তি বাড়াতে পার্টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শ্রেণী এবং জনগণের ইস্যুগুলি নিয়ে পার্টিকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। শ্রেণী এবং গণসংগঠনগুলির উচিত বুর্জোয়া দলগুলিকে অনুসরণ করে এমন জনসাধারণকে টেনে আনতে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও আন্দোলনে জোর দেওয়া।

ঝ) বাম ঐক্য গঠন ও বিস্তৃত করা, বাম এবং গণতান্ত্রিক কর্মসূচীকে ঘিরে থাকা বিভিন্ন শ্রেণী এবং শ্রমজীবী জনগণকে সমবেত করতে হবে যাতে বাম এবং গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

একটি শক্তিশালী পার্টি গড়ে তোলার আহ্বান

২.৯২ দেশের এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সামনে, সি পি আই (এম)-কে গড়ে তোলা ও শক্তিশালী করাই সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ। চলুন আমরা পার্টিকে এমন শক্তিশালী করে গড়ে তুলি:

● শ্রমজীবী জনগণের সমস্ত অংশের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো প্রাণবন্ত ও জঙ্গী সংগঠনে পরিণত করে

● পার্টির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শগত ভিত্তিকে শক্তিশালী করে

● সংগঠনকে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে ও শক্তিশালী করে নির্ধারিত কর্তব্যপালনের উপযোগী করে গড়ে তুলে আসুন, আমরা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাই!

নয়া-উদারবাদী পুঁজিবাদ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িকতাবাদের তীব্র হামলা থেকে দেশকে একমাত্র বাম ও গণতান্ত্রিক বিকল্পই রক্ষা করতে পারে।

চলুন, আমরা একটি শক্তিশালী বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাই।

২১তম কংগ্রেস গোটা পার্টিকে জনগণের সামনে এই বার্তা নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।